www.abswer.com

পল্লিসাহিত্য

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

গদ্যটির শিখনফল

গদ্যটি অনুশীলন করে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে—

- পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ও রীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সম্পর্কে জানতে পারবে।
- পাশ্চাত্য সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ ও শেকসপিয়র সম্পর্কে জানতে পারবে।
- মনসুর বয়াতির 'লোকগাথা' সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- উপকথা, খনার বচন, প্রবাদ বাংলা সাহিত্যে এসবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
- দেশ ও বিদেশের নানা উপকথা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে পারবে।

একনজরে লেখক পরিচিতি জেনে নিই

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

নাম	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।		
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ	:	১০ জুলাই, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
	জন্মস্থান	:	পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রাম।
শিক্ষাজীবন	মাধ্যমিক	:	এন্ট্রান্স (এসএসসি), ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ, হাওড়া জিলা স্কুল।
	উচ্চ মাধ্যমিক	:	১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ (এইচএসসি) পাস।
	উচ্চতর শিক্ষা	:	১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে বিএ অনার্স। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ ডিগ্রি লাভ। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বিএল পাস। প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে ডিপ্লোমা ও ডি-লিট ডিগ্রি লাভ।
পেশা / কর্মজীবন	**শিক্ষক—** যশোর জিলা স্কুল; **প্রধান শিক্ষক—** সীতাকুণ্ড হাই স্কুল; **সহ-সম্পাদক—** 'আল এসলাম' পত্রিকা; **আইন ব্যবসায়—** চব্বিশ পরগনা জেলায় বসিরহাট (১৯১৫—১৯১৯); **যুগ্ম সম্পাদক—** বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা; **গবেষণা সহায়ক—** বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; **প্রভাষক—** সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; **খণ্ডকালীন অধ্যাপক—** আইন বিভাগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; **অধ্যক্ষ ও রিডার—** বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; **অধ্যক্ষ—** আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।		
সাহিত্য কর্ম	গবেষণা	:	বাংলা সাহিত্যের কথা (দুই খণ্ড), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান।
	ভাষাতত্ত্ব	:	ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।
	শিশুতোষ গ্রন্থ	:	শেষ নবির সন্ধানে, ছোটদের রসুলুল্লাহ, সেকালের রূপকথা।
	অনুবাদ গ্রন্থ	:	দীওয়ানে হাফিজ, অমিয় শতক, রুবাইয়াত-ই-ওমর খ্যায়াম।
	সম্পাদনা গ্রন্থ ও পত্রিকা	:	'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'; আলাওলের 'পদ্মাবতী'; 'বিদ্যাপতি শতক'; শিশু পত্রিকা— 'আঙুর'।
পুরস্কার/ উপাধি	পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'প্রাইড অফ পারফরম্যান্স' উপাধি। ফরাসি সরকার কর্তৃক 'নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্ট লেটার্স' (১৯৬৭) উপাধি।		
জীবনাবসান	১৩ জুলাই, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।		

প্রশ্নের পরিসংখ্যান

- সৃজনশীল প্রশ্ন — ২৬টি
- জ্ঞানমূলক প্রশ্ন — ৫১টি
- অনুধাবনমূলক প্রশ্ন — ৪২টি
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন — ১৫৫টি

উদ্দীপকের তথ্যসূত্র

- লোকসাহিত্য : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— মাহবুবুল আলম
- মৈমনসিংহ গীতিকায় নারীচিত্র— দীনেশচন্দ্র সেন
- ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন— ডক্টর মযহারুল ইসলাম
- গানের দেশে প্রাণের উল্লাস— মনসুর মুসা
- বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন— সুবলচন্দ্র মিত্র

www.abswer.com

www.abswer.com

PART 02 পাঠ সহায়ক Supplement

সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন নিজে নিজে সহজে উত্তর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পাঠের সমন্বয়ে প্রণীত

উৎস পরিচিতি (Source)

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলায় 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী'র একাদশ অধিবেশনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে তিনি যে অভিভাষণ দেন তারই পুনর্লিখিত রূপ এই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধটি।

পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives)

প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের আবহমান কালের বাঙালি, বাংলাদেশ, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো।

রচনার বক্তব্যবিষয় (Gist)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিখ্যাত প্রবন্ধ 'পল্লিসাহিত্য'। এই প্রবন্ধে তিনি পল্লিসাহিত্য সংরক্ষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা এবং পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। পল্লিসাহিত্য প্রতিটি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি। গ্রামের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত মানুষের মনের আবেগ ও তাগিদে রচিত এই পল্লিসাহিত্য। এই সাহিত্য তেমন গুরুত্বের সঙ্গে সংগৃহীত হয়নি, এমনকি অনেক সাহিত্য গ্রন্থাকারে বা পুঁথি আকারেও পাওয়া যাচ্ছে না, সংগ্রহ করতে হচ্ছে মানুষের মুখ থেকে। তাই এই সাহিত্য হারিয়ে যাচ্ছে বা রচয়িতার রচনার বাইরে কথকের কথাও ঢুকে যাচ্ছে। অথচ পল্লির এই সাহিত্য ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পল্লির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে এই সাহিত্য। এই সাহিত্য সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেই। যেহেতু এই সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ মানুষের মুখে মুখে, সেহেতু কালের বিবর্তনে মানুষ হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে এই সাহিত্য। যদি গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ না করা হয় তবে ধীরে ধীরে পল্লিসাহিত্যের অফুরন্ত ভান্ডার শূন্য হয়ে যাবে। বর্তমান সভ্যতায় উন্নত দেশ তথা যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে তাদের গণসাহিত্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। অথচ আমাদের দেশে তা করা হয়নি। তাই আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য আজ উপযুক্ত গবেষক ও সাহিত্য মনীষীদের উদ্যোগ ও যথার্থ চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। লেখক পল্লিসাহিত্যের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র কথা বলেছেন।

পল্লির পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা অফুরন্ত সাহিত্যসম্ভার আজ আমাদের অবহেলায় বিলুপ্তির পথে। এই সাহিত্যসম্ভার উপযুক্ত গবেষক কর্তৃক সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

শব্দার্থ ও টীকা (Word Meaning)

পাঠ-১ : বোর্ডবইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্য' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ডবইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ভঙ্গিময় – সৌন্দর্যময়, তরঙ্গায়িত, ভাবময়, ঢেউ খেলানো।
উপকরণ – উপাদান, কার্যসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু, মালমসলা।
সংগ্রহ – আহরণ, বিক্ষিপ্ত বস্তু সকল একত্রকরণ, সঞ্চয়।
অমূল্য – মূল্য দিয়ে কেনা যায় না এমন।
মুগ্ধ – আত্মহারা, বিহ্বল, বিভোর, মোহগ্রস্ত, বশীভূত।
আত্মগোপন – লুকিয়ে অবস্থান, গা ঢাকা দেওয়া, নিজের মনোভাব গোপন।
মজলিশ – আসর, আড্ডা, বৈঠক, সভা, সমিতি, সঙ্ঘ।
গাথা – একপ্রকার গীতিকবিতা, শ্লোক, গান, কবিতা, পালা গান, গুণকথন।
স্বেচ্ছাসেবক – স্বেচ্ছায় বা বিনা বেতনে সেবাকারী।
ঝিল্লিমুখর – ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দমুখর।
মনোহর – অতি সুন্দর, চিত্তাকর্ষক, অতি মনোরম, মুগ্ধকর।
চমকপ্রদ – চমৎকার, বিস্ময়জনক সুন্দর বা ভালো, তাক লাগায় এমন।
কর্মনাশা – কর্ম পণ্ড করে এমন, কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন, কাজ নষ্ট করে দেয় এমন।
বিস্মৃতি – বিস্মরণ, ভুলে গেছে এমন, স্মৃতিলোপ।
রাজকন্যা – রাজার মেয়ে, শাহজাদি, রাজকুমারী।
পঙ্খিরাজ – পাখিদের রাজা, পাখিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রূপকথার কাল্পনিক পাখাযুক্ত ঘোড়া।
নিভৃত – গোপন, অপ্রকাশিত, নির্জন, জনহীন, বিজন।
প্রচলিত – প্রবর্তন করা হয়েছে এমন, প্রবর্তিত, চালু, চলিত।
হুবহু – অবিকল, একেবারে এক।
রূপান্তরিত – রূপের পরিবর্তন ঘটা, ভিন্নমূর্তি ধারণ, অবস্থান্তরিত।
সাদৃশ্য – অনুরূপতা, একরূপতা, তুল্যতা।
নৃতত্ত্ব – মনুষ্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।
বিশ্বকোষ – জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচ্য বিষয় নিয়ে সংকলিত এবং সাধারণত একাধিক খণ্ডে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত গ্রন্থবিশেষ।
সংকুলান – পর্যাপ্ত হওয়ার অবস্থা, পর্যাপ্তি, প্রয়োজনানুরূপ, চাহিদানুগ ব্যবস্থা।
তাঁবু – একপ্রকার মোটা কাপড়ের তৈরি গৃহবিশেষ, শিবির।
পরিপক্ব – সুপক্ব, সম্পূর্ণ পাকা, পরিণত।
অস্বীকার – অমান্যকরণ, অসম্মতি বা অমত প্রকাশ।
চিরকাল – অনন্তকাল, সর্বযুগ, বহু দিন থেকে বা বহু কাল যাবৎ, আজীবন।
জীবন্ত – প্রাণবন্ত, সজীব, জীবিত, বেঁচে আছে এমন।
অমর – মৃত্যুহীন, অবিনশ্বর, চিরজীবী, চিরস্মরণীয়।
সম্পদ – ঐশ্বর্য, সম্বল, পুঁজি, সংস্থান, ধন।
রত্ন – বহুমূল্য দ্রব্যাদি, জহরত, শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু।
জারিগান – মর্সিয়া, মুসলমানদের ধর্মীয় কাহিনিনির্ভর গানবিশেষ, শোকগাথামূলক গান।
ভাটিয়ালি – লোকসংগীতের সুরবিশেষ, উক্ত সুরে গাওয়া গান, ভাটার টানে নৌকা চলাকালীন মাঝিরা যে সুরে গান গায়।
রাখালি গান – রাখালদের গাওয়া গান।
মারফতি গান – পরমতত্ত্ব-বিষয়ক গান, মরমি গান, বাউল গান।
ওতপ্রোত – বিশেষভাবে জড়িত, পরিব্যাপ্ত।
বিকায় – সমাদৃত হয়, কাটতি হয়, বিক্রয় হয়।
প্রাচীন – পুরনো, বহুকাল পূর্বের, অভিজ্ঞ।
গৃহস্থ – সংসারী মানুষ, মধ্যবিত্ত এমন লোক।
আকাঙ্ক্ষা – ইচ্ছা, বাসনা, অভিলাষ।
জঘন্য – কদর্য, কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণিত, গর্হিত, নীচ, হেয়।
জ্যোৎস্না – চন্দ্রকিরণ, জোছনা, কান্তি, শোভা, চন্দ্রিকা, কৌমুদী।
মর্মকথা – মনের কথা, হৃদয়ের কথা, নিগূঢ় অর্থ, গুপ্ত রহস্য।
কৃত্রিম – স্বভাবজ বা প্রকৃতি সৃষ্ট নয় এমন, নকল, জাল, মেকি, অপ্রকৃত।
সম্পত্তি – সম্বল, ধন, ঐশ্বর্য, বিভব, গৌরব, জায়গা-জমি, বিষয়-আশয়।
অধিকার – স্বত্ব, দাবি, আয়ত্ত, আধিপত্য।

www.abswer.com

www.abswer.com

কঙ্কাল – দেহের কাঠামো, অস্থিপঞ্জর, কটি, কাঁকাল।
মনোযোগ – মনোনিবেশ, অভিনিবেশ, একাগ্রতা, মনঃসংযোগ।
আয়োজন – উদ্যোগ, চেষ্টা, জোগাড়, সংগ্রহ।
সার্থক – অর্থযুক্ত, অর্থবিশিষ্ট, সফল, সাফল্যমণ্ডিত।
ভুয়া – অসার, শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যা, অলীক।

বানান সতর্কতা (Orthography)

অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অস্বীকার, আকাঙ্ক্ষা, আঙুর, আঞ্চলিক, আত্মগোপন, আশ্চর্য, ইতিবৃত্ত, ওতপ্রোত, ঔপন্যাসিক, কঙ্কাল, কম্বোডিয়া, কৃত্রিম, খ্রিষ্টাব্দ, গবেষণা, গৃহস্থ, জ্যোৎস্না, ঝিল্লিমুখর, ডক্টর, ডিপ্লোমা, তত্ত্বজ্ঞান, দক্ষিণারঞ্জন, দীনেশচন্দ্র, দুরূহ, নৃতত্ত্ব, পক্ষিরাজ, পণ্ডিত, পদ্মাবতী, পশ্চিমবঙ্গ, পাঠ্যপুস্তক, পাণ্ডিত্য, পুরস্কার, প্যারিস, প্রত্যেক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ফক্কিকার, বাঙালি, বিদ্বান, বিশ্বকোষ, বিশ্ববরেণ্য, বিশ্লেষণ, বিস্মৃতি, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ভুয়োদর্শন, মাতৃস্তন্য, মুক্তবুদ্ধি, মৈমনসিংহ গীতিকা, যুক্তিপূর্ণ, রাক্ষসপুরী, রোমাঁ রোলাঁ, লোকসংস্কৃতি, শ্যামল, শ্রদ্ধেয়, সংস্কৃত, সজ্জিত, সম্পর্ক, সম্পাদনা, সম্বন্ধ, সাক্ষীস্বরূপ, সৌন্দর্য, স্বেচ্ছাসেবক।

চৌম্বক তথ্য (Magnetic Information)

- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন সুপণ্ডিত ও বিখ্যাত ভাষাবিদ।
- পল্লিসমাজ সংক্রান্ত সাহিত্য হলো পল্লিসাহিত্য। যেখানে স্থান পায় গ্রামবাংলার চিরন্তন ঐতিহ্য।
- পল্লিসাহিত্যের মূল উপাদান বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র।
- পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা হলো— পল্লিগান, প্রবাদ, ডাক ও খনার বচন, উপকথা, রূপকথা ইত্যাদি।
- কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।— এগুলো পল্লিসাহিত্যের অংশ।
- অন্যান্য গানের সঙ্গে পল্লিগানের পার্থক্য হলো, এই গানের সুরে ও কথায় গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন বিবৃত হয়।
- পল্লিসাহিত্য টিকিয়ে রাখতে হলে জনসচেতনতা দরকার। জনগণ সচেতন হলে তারা পল্লিসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করবে।
- বাংলার পল্লিসাহিত্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত। অথচ অবহেলা ও অযত্নের কারণে এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।
- 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- একসময় পাণ্ডুয়া বাংলার রাজধানী ছিল।
- রোমাঁ রোলাঁ ফরাসি সাহিত্যিক ও দার্শনিক, মৈমনসিংহ গীতিকার মদিনা বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন।
- মনসুর বয়াতি বিখ্যাত পল্লিকবি। মৈমনসিংহ গীতিকার 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি তিনি রচনা করেন।

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis)

জটিল ও দুরূহ পাঠ সহজীকরণ

▸ **ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন—**
১৮৬৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক, লোক-সাহিত্যবিশারদ। তিনি সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গৌরব ও মর্যাদা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। তিনি ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশীপ' অর্জন করেন। এর আওতায় তিনি 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সম্পাদনা করেন। তাঁর মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'রামায়ণী কথা', 'বৃহৎবঙ্গ', 'বেহুলা', 'সতী', 'ফুল্লরা', 'জড়ভরত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৩৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

▸ **মৈমনসিংহ গীতিকা—**
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব গীতিকা সংগৃহীত হয়েছিল তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত।

▸ **রোমাঁ রোলাঁ—**
বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক ও দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁ ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'জাঁ ক্রিস্তফ' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি ১৯১৫ সালে এই উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৩৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

▸ **শেকসপিয়র—**
ইংরেজ কবি ও নাট্যকার শেকসপিয়র ২৬ এপ্রিল ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যকার। তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি 'হ্যামলেট', 'কিং লিয়ার' ও 'ম্যাকবেথ' বিয়োগান্ত নাটক হিসেবে বিশ্বনন্দিত। তিনি ২৩ এপ্রিল ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

▸ **প্রত্নতাত্ত্বিক—**
পুরাতত্ত্ববিদ। যিনি পুরনো দিনের লিপি বা লেখা, মুদ্রা বা ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি থেকে তথ্য নির্ণয় করেন এবং এসবের সময়কাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন।

▸ **Folklore Society—**
এই সোসাইটির কাজ হলো বিভিন্ন লোক উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলো সংরক্ষণ করা। লোকগান, ছড়া, খেলাধুলা, উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো প্রচার করা।

▸ **উপকথা—**
পল্লিসমাজে নানান গল্প চালু আছে, যেগুলোতে বাস্তবতা ও কল্পকথার সংমিশ্রণ থাকে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পল্লিসমাজে এ ধরনের উপকথাগুলো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলো এখন প্রায় বিলুপ্ত।

▸ **দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—**
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ছিলেন শিশু সাহিত্যিক। সেই সঙ্গে তিনি লোকগাথা এবং রূপকথাও লিখেছেন। তিনি ১২৮৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'ঠাকুরমার ঝুলি।'

▸ **খনা—**
খনা এক বিদুষী নারী যিনি জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শী ছিলেন। তিনি বচন রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আনুমানিক ৮০০–১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর বচনগুলো ৪ ভাগে বিভক্ত। যেমন– (ক) কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার, (খ) কৃষিকাজ, ফলিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান (গ) আবহাওয়া জ্ঞান, (ঘ) শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ।

▸ **খনার বচন—**
খনা কর্তৃক রচিত বচনগুলোই 'খনার বচন' নামে পরিচিত। যেমন—
"চিনিস বা না চিনিস,
খুঁজে দেখে গরু কিনিস।"

▸ **নৃতত্ত্ব—**
মানুষের অতীত ও বর্তমান অবস্থার বিভিন্ন আলোচনা হলো নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞান। ১৬৪৭ সালে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এটির ধারণা দেয়।

▸ **Proleteriat সাহিত্য—**
খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের সাহিত্য। এই সাহিত্য শ্রেণি সচেতনতার কথা বলে মানুষকে অধিকার সচেতন করে।

▸ **মনসুর বয়াতি—**
বাংলা পল্লিসাহিত্যের কবি। তাঁর আবির্ভাব আনুমানিক আঠারো শতকে। মনসুর বয়াতি 'দেওয়ানা মদিনা' পালা রচনা করে বিখ্যাত হন। তিনি লৌকিক ধারার একজন শক্তিমান কবি ছিলেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

পাঠ্যবইয়ের কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

১ পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা তৈরি করা হলো—

(ক) লোকগাথা
(খ) ছড়া
(গ) ডাক ও খনার বচন
(ঘ) উপকথা
(ঙ) প্রবাদ
(চ) খেলায় প্রচলিত নানান বুলি
(ছ) রূপকথা
(জ) নৃতত্ত্ব
(ঝ) প্রত্নতত্ত্ব
(ঞ) পল্লিগান

২ পাঁচটি খনার বচন লেখ।

উত্তর : নিচের পাঁচটি খনার বচন দেওয়া হলো—

(ক) খনা ভাবিয়া কন,
রোদে ধান ছায়ায় পান।

(খ) গোবর দিয়া কর যতন,
ফলবে দ্বিগুণ ফসল রতন।

(গ) বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়,
সে বৎসর বর্ষা হবে খনা কয়।

(ঘ) পান লাগালে শ্রাবণে,
খেয়ে না কুলায় রাবণে।

(ঙ) নিত্যি নিত্যি ফল খাও,
বদ্যি বাড়ি নাহি যাও।

৩ বর্ষায় পল্লির প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা দাও।

উত্তর : বর্ষায় পল্লিপ্রকৃতি স্নিগ্ধসজল রূপ ধারণ করে। সারাদিন বৃষ্টির শব্দমূর্ছনায় চারপাশ মুখর হয়ে ওঠে। চারপাশে এক ধোঁয়াশা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ যেন এক অচেনা-অজানা জগৎ। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে থৈ থৈ করে। বর্ষায় রাস্তাঘাটে পানি জমে যাওয়ার কারণে কোথাও কোথাও অনেক কাদা সৃষ্টি হয়। দিনের বেলা গ্রামের মেয়েরা নকশিকাঁথা সেলাই করে। তৈরি করে পল্লিবাংলার জীবন্ত নকশা। ছেলে-মেয়েরা নদীতে সাঁতার কাটে, কলাগাছের ভেলাও তৈরি করে। মাছ ধরার ধুম পড়ে যায়। নদীগুলো থাকে পানিতে পরিপূর্ণ, এই নদীতে ভেসে যাওয়া পালতোলা নৌকাগুলো পল্লিবাংলার অস্তিত্ব মনে করিয়ে দেয়। বর্ষাকালে পশ্চিম আকাশে রংধনুর রং ছড়িয়ে পড়ে। নীল আকাশে সাত রঙের আভা, চারপাশের বর্ষার পানি ও পানিতে ভেজা সবুজ প্রকৃতি দেখে মনে হয়, এ যেন স্বপ্নে দেখা কোনো রাজ্য। পরক্ষণেই শুরু হয় অবিরাম বৃষ্টি। তবে বেশি বর্ষার কারণে অনেক সময় ফসলের ক্ষতি হয়, ক্ষেত-খামার ডুবে যায়। সবকিছু মিলিয়ে বর্ষার প্রকৃতি এক ভিন্ন রূপে নিজেকে মেলে ধরে। এই রূপের তুলনা আর অন্য কিছুর সঙ্গে করা যায় না। বর্ষায় পল্লিবাংলার চিত্র মানুষের মনকে নতুন করে ভাবায়।

PART 03 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে অনুচ্ছেদের ধারায় সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সৃজনশীল অংশ CREATIVE SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন, মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্ন এবং জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রশ্ন ও উত্তরসমূহের যথাযথ অনুশীলন তোমাদের সেরা প্রস্তুতি গ্রহণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

এ লেভেল পরীক্ষা শেষে মিতু মা-বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে আসে। গ্রামে তখন পৌষ মেলা বসেছে। মেলায় মিতু বয়াতির কণ্ঠে 'একটা ছিল সোনার কইন্যা, মেঘবরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কইন্যার দেশ' গানটি শুনে বিমোহিত হয়। সে তার মা'কে জিজ্ঞাসা করে– মা এতদিন কেন আমি এ গানগুলো শুনিনি। এ গানগুলোই তো বড় আপু খুঁজছে তার থিসিসের জন্য। আমি এবার আপুর জন্য গানগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।

ক. সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস কোনটি? ১
খ. আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. মিতুর এ গানগুলো না শোনার কারণটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের মিতুই যেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চাওয়া পল্লি জননীর মনোযোগী সন্তান'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

www.abswer.com

www.abswer.com

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস হলো– ঘুমপাড়ানি গান ও খোকা-খুকির ছড়া।

খ অনুধাবন

- 'আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত' বলতে লেখক বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার চাপে পল্লিসাহিত্যগুলো বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন।
- বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, তাতে পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে জানার কোনো উপায় নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শুধু কর্মমুখী করে তুলছে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ এখানে নেই। শিক্ষাব্যবস্থায় পল্লিসাহিত্যের অনুপস্থিতি মানুষকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন করে তুলছে। আধুনিক যুগে শিশুরা আর রূপকথা, উপকথা শোনে না। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এগুলো তাদের অজানায় থেকে যায়। শিক্ষাব্যবস্থায় পল্লিসাহিত্যের প্রতি অবহেলা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার চাপের ফলে তা লোকের অগোচরে থেকে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে লেখক একথা বলেছেন।

> সারকথা : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে কর্মমুখী করছে, জীবনমুখী নয়।

গ প্রয়োগ

- মিতুর এ গানগুলো এতদিন না শোনার কারণ হলো শহুরে গানের প্রভাব। এ বিষয়টি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উত্থাপিত হয়েছে।
- একটি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এক দিনে তৈরি হয় না। ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি জাতির তার অস্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে, যেকোনো মূল্যে নিজের শিকড় ধরে রাখা উচিত।
- আধুনিক সমাজে পল্লিসাহিত্যের কোনো উপাদান সম্পর্কেই মানুষ অবগত নয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এগুলো লোপ পাচ্ছে। দিন দিন মানুষ নিজের অস্তিত্ব ভুলতে বসেছে। পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলোকে মানুষ এখন অবহেলার দৃষ্টিতে দেখছে। যার ফলে নতুন প্রজন্ম এগুলো থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। উদ্দীপকের মিতুর এই গানগুলো এতদিন না শোনার কারণও তাই। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকও উল্লেখ করেছেন, পল্লিগানগুলোকে এখন চাষাদের গান বলে আখ্যায়িত করা হয়। শহুরে গানের প্রভাবে পল্লিগান বিলুপ্ত হচ্ছে। তাই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে বলা যায় যে, শহুরে গানের প্রভাবেই মিতু এতদিন এই গানগুলো শোনেনি।

> সারকথা : আমাদের আধুনিকতার প্রভাবে পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে এতদিন মিতু এ গানগুলো শোনেনি।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের মিতুই যেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চাওয়া পল্লিজননীর মনোযোগী সন্তান– মন্তব্যটি যথার্থ।
- প্রতিটি জাতিরই নিজ নিজ পরিচয় রয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদেরই পূর্ব পরিচয়। তাই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হলে, আধুনিকতার পাশাপাশি পূর্বপরিচয়ও ধরে রাখা উচিত, তার চর্চা করা উচিত।
- উদ্দীপকের মিতু গ্রামে বেড়াতে গিয়ে বয়াতির কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ হয়। তার মনে গানগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। তার বড় বোনের থিসিসের কাজে সে এই গানগুলো সংগ্রহ করে দেবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়। প্রবন্ধে লেখক উল্লেখ করেছেন, একমাত্র এই দেশের জনগণ সচেতন হলেই এই পল্লিসাহিত্যের উন্নয়ন সম্ভব। দেশের জনগণ যদি মনোযোগী হয়ে কাজ করে তবেই কেবল এগুলো রক্ষা পাবে। যা উদ্দীপকের নিতুর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।
- উদ্দীপকের পল্লিগানের প্রতি মিতুর যে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা গেছে তা যদি সবার মধ্যে দেখা যেত তাহলে পল্লিসাহিত্যগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেত। প্রবন্ধে লেখকও এমন মতামত উপস্থাপন করেছেন। লেখক যে মনোযোগী সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন, উদ্দীপকের মিতুর মধ্যে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

> সারকথা : প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যে মনোযোগী সন্তানের কথা বলেছেন, উদ্দীপকের মিতুর মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া যায়।

www.abswer.com

www.abswer.com

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রশ্ন ২ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২০

বাংলা বিষয়ের শিক্ষক শাখাওয়াত স্যারের মুখে বাংলার রূপকথার গৌরবময় ইতিহাস জানতে পেরে মাহমুদ পুলকিত হয়। রূপকথার গল্প শোনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে তার ভেতর। দাদির কাছে গিয়ে আবদার করে রূপকথার গল্প শোনার। কিন্তু দাদি হিন্দি সিরিয়াল দেখায় মগ্ন। দাদি বলে সেগুলো কি আর এখন মনে আছে? তার চেয়ে হিন্দি সিরিয়াল দেখ। এগুলোতে অনেক মজা পাবি। দাদির এমন কথায় মাহমুদের মন খুব খারাপ হয়।

ক. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেন? ১
খ. "নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার।"— বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের মাহমুদের মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের দাদির মতো রূপকথার গল্পগুলোর প্রতি আমাদের অনাগ্রহই পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।"— 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

খ অনুধাবন

- পল্লিসাহিত্যের প্রতি যত্নশীল না হওয়ার কুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক এ কথা বলেছেন।
- পল্লিসাহিত্য আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। একসময় এ দেশের পল্লিসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে মানুষের রুচির পরিবর্তনে এগুলো লুপ্ত হতে চলেছে। ফলে পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো এখন ধ্বংসের মুখে। অথচ অতীতে সর্বস্তরের মানুষ এই পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে জানত এবং চর্চা করত। আর এখন সেগুলো অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। যদি চর্চার অভাবে এগুলো এভাবেই পড়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে এগুলোর আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাই পল্লিজননীর সন্তানদের উচিত এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, চর্চা করা। তা না হলে অবহেলা ও অনাদরে একসময় এগুলো বিলীন হয়ে যাবে। এই বিষয়টি বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করা হয়েছে।

> সারকথা : পল্লিসাহিত্যের যত্ন না নিলে সেগুলো একসময় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। তখন আর এগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের মাহমুদের মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বর্ণিত পল্লিসাহিত্যের প্রতি প্রাণের টান ও মানবিক আবেদনের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।
- বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ পল্লিজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে রয়েছে। পল্লিসাহিত্যের এই সম্পদ বাঙালির প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে। পল্লির প্রাচীন সম্পদের মধ্যে অন্যতম একটি হলো রূপকথা।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্যের অনুষঙ্গগুলোকে অমূল্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ছড়া, উপকথা, রূপকথা, পল্লিগান ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো পল্লির সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা প্রকাশ করে। গ্রামবাংলার মানুষের ধ্যানধারণা, ভাব, কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। উদ্দীপকের মাহমুদের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' রচনার লেখকের এই চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে। সে ক্লাস শিক্ষকের মুখে বাংলার রূপকথার গৌরবময় ইতিহাস জানতে পেরে পুলকিত হয়। দাদির কাছে এসব শুনতে চায়। এভাবে উদ্দীপকের মাহমুদের মাঝে 'পল্লিসাহিত্য' রচনার পল্লিসাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার দিকটি ফুটে উঠেছে।

> সারকথা : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে ছড়া, উপকথা, রূপকথা, পল্লিগান প্রভৃতিকে পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলা হয়েছে। উদ্দীপকের মাহমুদের মাঝেও অনুরূপ চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের দাদির মতো রূপকথার গল্পগুলোর প্রতি আমাদের অনাগ্রহই পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- পল্লিসাহিত্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। বাঙালির এই প্রাণের সম্পদ আজ অবহেলা-অনাদরে হারিয়ে যেতে বসেছে। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এগুলোর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সবাইকে তৎপর হতে হবে।
- উদ্দীপকে দাদির মনোভাবে পল্লিসাহিত্যের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। তার নাতি মাহমুদ রূপকথা শুনতে চাইলে তিনি মনে না থাকার অজুহাতে এড়িয়ে যান এবং হিন্দি সিরিয়াল দেখার পরামর্শ দেন। এই দিকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লেখক পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের উদাসীনতা ও অনাদরকে দায়ী করেছেন। উদ্দীপকের দাদির কর্মকাণ্ডে তা লক্ষ করা যায়।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার কারণগুলো তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে পল্লিসাহিত্যের কিছু অংশ এখনও আছে। সময়ের ও রুচির পরিবর্তনে সেটুকুও অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্দীপকের দাদির কর্মকাণ্ডে এই দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

> সারকথা : উদ্দীপকের দাদি পল্লিসাহিত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক এটিকেই পল্লিসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৩ ▶ যশোর বোর্ড ২০২০

ড. রশিদ হারুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। তিনি নাট্যরূপ দেয়ার জন্য বিভিন্ন লোককবির পালা গান ও কাহিনি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। একবার তিনি মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার দুইজন লোককবির লোকগাথা সংগ্রহ করেন। পরে তিনি ওই গাথাগুলোর নাট্যরূপ দিয়ে তাঁর বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করান। পরে রেকর্ডিং করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিলেন।

ক. 'ভূয়োদর্শন' অর্থ কী? ১

খ. 'পল্লিসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের অধ্যাপক সাহেবের কাজের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "অধ্যাপক ড. রশিদ হারুন-এর পদক্ষেপ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চাওয়াকেই তুলে ধরেছে।"— বক্তব্যটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- 'ভূয়োদর্শন' মানে অনেক দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

খ অনুধাবন

- প্রশ্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে লেখক পল্লিসাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক এবং সর্বজনীন আবেদনের দিকটি তুলে ধরেছেন।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন রূপকথা, পল্লিগাথা, পল্লিগান, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলো-বাতাসের মতো সবারই সাধারণ সম্পত্তি। তাতে হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদ নেই। মায়ের দুধে যেমন সন্তানমাত্রই অধিকার থাকে, সেরূপ পল্লিসাহিত্যে পল্লিজননীর হিন্দু-মুসলমান সব সন্তানেরই সমান অধিকার।

> সারকথা : আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক পল্লিসাহিত্যের সর্বজনীন দিকটি তুলে ধরেছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের অধ্যাপক সাহেবের কাজের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লোকগাথা ও উপকথার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- পল্লিসাহিত্যের মধ্যে উপকথা, রূপকথা বা পল্লিগাথা অন্যতম সম্পদ। এসব অমূল্য সম্পদের সঙ্গে শহুরে সাহিত্যের কোনো তুলনা হয় না। উপকথা, রূপকথা বা পল্লিগাথা পল্লির প্রাচীন সম্পদ।
- উদ্দীপকের অধ্যাপক ড. রশিদ হারুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক। তিনি মানিকগঞ্জে থেকে দুজন কবির লোকগাথা সংগ্রহ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন লোককবির পালাগান ও কাহিনি সংগ্রহ করেন। তিনি ওই গাথাগুলোর নাট্যরূপ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করান এবং সেগুলো রেকর্ডিং করিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও বিভিন্ন উপকথার কথা বলা হয়েছে, যা আমাদের লোকগাথার অন্তর্ভুক্ত। পল্লিসাহিত্যের এই উপকথা বা রূপকথাগুলি অমূল্য রত্নবিশেষ। এছাড়াও রয়েছে ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার থলে, মৈমনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি। এক অফুরন্ত ভান্ডার পল্লির ঘাটে-মাঠে ছড়ানো আছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের অধ্যাপক সাহেবের কাজের মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধের লোকগাথা ও উপকথার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।।

> সারকথা : উদ্দীপকের অধ্যাপক ড. রশিদ হারুন বিভিন্ন লোককবির পালাগান ও কাহিনি সংগ্রহ করেন। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের কথা বলা হয়েছে। এগুলোই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "অধ্যাপক ড. রশিদ হারুন-এর পদক্ষেপ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চাওয়াকেই তুলে ধরেছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- পল্লিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। নানা কারণে পল্লিসাহিত্য আজ বিলুপ্তির পথে। আমাদের উন্নত সমাজভাবনা ও সাহিত্যের ব্যাপকতার জন্য পল্লিসাহিত্য একান্ত জরুরি।
- উদ্দীপকের ড. রশিদ হারুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। তিনি নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন লোককবির পালাগান ও কাহিনি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। পরে তিনি এগুলোর নাট্যরূপ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করান। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও লেখক বলেছেন, বিভিন্ন রূপকথা, পল্লিগাথা, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলো-বাতাসের মতো সবার সাধারণ সম্পত্তি। এজন্য সবারই উচিত এগুলো সংরক্ষণ করা। এগুলো সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য তিনি সবাইকে সচেতন করতে চেয়েছেন এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রয়োজন অনুভব করেছেন।
- উদ্দীপকের অধ্যাপক ড. রশিদ হারুন লোকগাথা, কাহিনি, পালাগান সংগ্রহ করে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। নাট্যরূপ দিয়ে সেগুলোকে সময়োপযোগী করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধেও লেখক বাংলার লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য পল্লিসাহিত্যের বিচিত্র সম্পদ আহরণের কথা বলেছেন। এসব বিচারে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

> সারকথা : উদ্দীপকের অধ্যাপক ড. রশিদ হারুন লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সংগহ করে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক একই প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। সুতরাং বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৪ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

সজলের লোকসঙ্গীতের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকলেও তার বন্ধু কাজল মোটেই পছন্দ করে না। সে বলে, "এসব চাষাভুষার গান, এগুলো কে শোনে?" তার কথা শুনে সজল বলে, "আরে এগুলো আমাদের পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দেখছিস না, ইউরোপ, আমেরিকার মতো দেশ আজ লোকসঙ্গীতকে কত মর্যাদা দিচ্ছে? আমরা এসবের গুরুত্ব বুঝি না বলেই কদর করি না। আমি ঠিক করেছি শুধু গান নয়, পল্লিসাহিত্যের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সম্পদগুলোও যতটুকু পারি সংগ্রহ করব।"

ক. মনসুর বয়াতি কে ছিলেন? ১
খ. "পল্লিগ্রামে শহরের মতো গায়ক, বাদক, নর্তক না থাকলেও তার অভাব নেই"— বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. কাজলের কথায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সজলের মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের মূল সুরটিই ধ্বনিত হয়েছে"— মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মনসুর বয়াতি ছিলেন 'দেওয়ানা-মদিনা' লোকগাথার প্রখ্যাত কবি।

খ অনুধাবন

- "পল্লিগ্রামে শহরের মতো গায়ক, বাদক, নর্তক না থাকলেও তার অভাব নেই" বলতে গ্রামের প্রকৃতির মধ্যে অনুরূপ নানা উপাদান বিদ্যমান থাকাকে বোঝানো হয়েছে।
- পল্লি মানেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবাধ ছড়াছড়ি। গ্রামের শ্যামল-কোমল সবুজরাজির মিলনে, নদীর কুলকুল শব্দে, পাখির কলকাকলিতে, পাতার মর্মর ধ্বনিতে, ফসলের মাঠে বাতাস বয়ে যাওয়ার সুরে এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শহরের তীব্র কোলাহলের মাঝে গায়ক-বাদক-নর্তকদের শিল্পধ্বনি এর কাছে ম্রিয়মাণ। পল্লির পরতে পরতে শিল্পের হর্ষধ্বনি প্রতিনিয়ত স্বতঃস্ফূর্ত। পল্লিতে কবিয়াল, গায়ক, বাদকের অভাব নেই। প্রশ্নোক্ত লাইন দ্বারা লেখক সেটিই নির্দেশ করেছেন।

সারকথা : পল্লিগ্রামে শহরের মতো গায়ক, বাদক, নর্তক না থাকলেও স্নিগ্ধ উপাদানের অভাব নেই। কারণ প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ। এসবের অভাব পূরণ করে দেয়।

গ প্রয়োগ

- কাজলের কথায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি হলো লোকগানকে বর্বর চাষার গান বলে অবহেলা করা।
- একটি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এক দিনে তৈরি হয় না। ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি জাতির অস্তিত্বের বিকাশ ঘটে। সেই অস্তিত্ব মিশে থাকে তার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে। তাই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখা সবার কর্তব্য।
- উদ্দীপকে সজলের বন্ধু কাজল লোকসংগীত মোটেই পছন্দ করে না। সে এগুলোকে চাষাভুষার গান বলে মনে করে। তার এ মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বর্ণিত পল্লিগানকে অবহেলা করার দিকটি প্রকাশ পায়। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত ও নাগরিক সভ্যতার নিগড়ে বন্দি হয়ে থাকার ফলে পল্লিসাহিত্য আজ অবহেলিত হচ্ছে। শহরবাসী গ্রামের সহজ-সরল জীবনকে ঘৃণা করে। শহুরে গানের প্রভাবে তারা পল্লির অমূল্য গানগুলোকে বর্বর চাষার গান বলে মনে করে। উদ্দীপকের কাজলের কথায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের প্রতিফলিত দিকটি হলো এই লোকগানকে বর্বর চাষার গান বলে অবহেলা করার দিক।

সারকথা : শহুরে গানের প্রভাবে মহামূল্যবান সম্পদ পল্লিগানগুলো বর্বর চাষার গান বলে ভদ্রসমাজে অবহেলিত।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "সজলের মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের মূল সুরটিই ধ্বনিত হয়েছে।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- লোকসাহিত্যের নানা উপাদান এদেশের মানুষের প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে। মানুষের জীবনযাপনের এসব উপাদান মানুষের অস্তিত্ব। পল্লিসাহিত্যের এসব উপাদান রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লেখক এখানে এদেশের ঐতিহ্যবাহী পল্লিসাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডারের কথা বলেছেন। আজ উপযুক্ত গবেষক এবং আগ্রহী সাহিত্যিক বা সংগ্রাহকের অভাবে তা বিলুপ্তির পথে। তিনি মনে করেন এই অমূল্য সম্পদগুলো সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি পল্লিসাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের সজলের মনোভাবে আলোচ্য প্রবন্ধের মূল সুরটিই ধ্বনিত হয়েছে। কারণ সে পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ লোকসংগীতের প্রতি প্রবল অনুরাগী। সে এই সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করেছে এবং সাধ্যমতো তা সংগ্রহ করার ইচ্ছা পোষণ করেছে।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বলেছেন। তিনি এখানে সম্পদগুলো সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দীপকের সজলের মনোভাবে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের এই আহ্বানের সাড়া লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লির বিভিন্ন উপাদানকে অমূল্য সম্পদ বলেছেন এবং সেগুলো সংরক্ষণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দীপকের সজলও মনে করে পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদসমূহ রক্ষা করা একান্ত জরুরি। তাই বলা যায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৫ ▸ যশোর বোর্ড ২০১৯

করিম সাহেব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা ইংরেজি, হিন্দি গান ও সিনেমার প্রতি আকৃষ্ট। তার ধারণা পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে বেশি দূর আগানো যাবে না। অন্যদিকে তার বন্ধু সালাম সাহেব উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হৃদয়ে লালন করেন। পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, লালনগীতি তাঁর প্রিয় গান। ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে মৈমনসিংহ গীতিকা, পুঁথি ও রূপকথার গল্পসহ বাংলা ভাষার বিভিন্ন বই সংগ্রহ করেছেন।

ক. প্রবাদ বাক্য কাকে বলে? ১
খ. পল্লিসাহিত্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের করিম সাহেবের মানসিকতায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সালাম সাহেবের মনোভাব যেন 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের চাওয়ারই প্রতিফলন।— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাসযোগ্য কথা বা জনশ্রুতিকে প্রবাদ বাক্য বলে।

খ অনুধাবন

- পল্লিসাহিত্যের মহামূল্য উপাদানকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পল্লিসাহিত্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লির প্রাচীন সম্পদ সংগ্রহ করার মতামত ব্যক্ত হয়েছে। লেখক এখানে উপযুক্ত গবেষণার অভাবে অবহেলা ও অনাদরে, পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো আজ ধ্বংসের পথে। এগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ বা সংগৃহীত হচ্ছে না। তাই পল্লিসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ থেকে আমরা যাতে বঞ্চিত না হই এজন্য এই সাহিত্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

> সারকথা : সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পল্লিসাহিত্যগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে এসব মূল্যবান সম্পদ থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তাই এ সাহিত্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের করিম সাহেবের মানসিকতায় 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে গা ভাসানো।
- পল্লিসাহিত্য পল্লির মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। তবু যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ পল্লির সংস্পর্শ থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে শহরের মানুষের কাছে পল্লির জীবনাচরণ আরও বেশি অজানা থেকে যাচ্ছে।
- উদ্দীপকের করিম সাহেব একজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তিনি ও তার পরিবার আকৃষ্ট। তারা ইংরেজি, হিন্দি গান ও সিনেমার প্রতি অধিক মনোযোগী। তারা মনে করে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতিই সব। তার সঙ্গে তাল না মেলালে চলবে না। তার এই মনোভাব 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে গা ভাসানোর দিকটিকে মনে করিয়ে দেয়। লেখকের মতে আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ধীরে ধীরে শহুরে সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। আধুনিক পাঠ্যসূচিতে হৃদয়কাড়া পল্লিসাহিত্যের এসব উপাদান পাঠ্য করা হয় না। ফলে করিম সাহেবের মতো মানুষেরা পল্লিসাহিত্যকে উপেক্ষা করেন।

> সারকথা : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখকের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো আধুনিক শিক্ষাসূচিতে পল্লিসাহিত্যের বিষয়গুলো পাঠ্য না থাকায় উদ্দীপকের করিম সাহেবের মতো মানুষেরা পল্লিসাহিত্যকে উপেক্ষা করেন।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- সালাম সাহেবের মনোভাব যেন 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের চাওয়ারই প্রতিফলন। — উক্তিটি যথার্থ।
- পল্লিসাহিত্য আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। একসময় আমাদের পল্লিসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। সংরক্ষণ ও প্রসারের অভাবে অমূল্য পল্লিসাহিত্য আজ বিলুপ্তির পথে।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা করা হয়েছে। এসব উপাদানের মধ্য দিয়ে আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব প্রকাশ পায়। বাংলা পল্লিসাহিত্য যেমন— মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রবাদ, পল্লিগান, উপকথা ইত্যাদি বিষয় প্রাবন্ধিক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক চেয়েছেন এসব সাহিত্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মূল্যবান সম্পদ, তাই এগুলোকে সংরক্ষণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। উদ্দীপকের সালাম সাহেব লেখকের এ মনোভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত হয়েও দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হৃদয়ে লালন করেন। পল্লির গানগুলো তার অত্যন্ত প্রিয়। তিনি তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে পল্লিসাহিত্য সংরক্ষণ করেন।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক উদ্দীপকের সালাম সাহেবের মতো মানুষের প্রত্যাশাই করেছেন। যারা আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে গা না ভাসিয়ে পল্লির হারানো সম্পদগুলো সংরক্ষণ করবে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

> সারকথা : লেখক 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দীপকের সালাম সাহেব লেখকের এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৬ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯

অর্ণব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হয়ে 'বিজয় একাত্তর' হলে থাকে। অর্ণব দেখতে পেল মোবাইল ফোনে সহপাঠীরা হিন্দি, রক, ব্যান্ড-এর গান শুনতে পছন্দ করে। লোকসংগীতের প্রতি এই অনাগ্রহ দেখে অর্ণব মোবাইলে আব্বাস উদ্দিন, লালন, হাসন, পাগলা কানাই-এর গান শোনে। অর্ণবের উদ্যোগের ফলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধীরে ধীরে লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ক. প্রবাদ বাক্য কী? ১

খ. ছড়া সাহিত্যকে সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের অর্ণবের সহপাঠীরা যে সাহিত্যের অনুরাগী তা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের অর্ণবের উদ্যোগই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- প্রবাদ বাক্য হলো দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাসযোগ্য কথা বা জনশ্রুতি।

খ অনুধাবন

- মানুষের প্রাণের সরল প্রকাশের কারণে ছড়া সাহিত্যকে সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস বলা হয়েছে।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। সেগুলোর মধ্যে ছড়া অন্যতম একটি। একসময় খেলার ছলে আনন্দে শিশুরা বিভিন্ন ছড়া কাটত, মায়েরা ছড়া কেটে সুরে সুরে সন্তানদের ঘুম পাড়াত। মানুষ তখন এগুলো সহজ-সরল মনে রচনা করত বলে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ছিল মানুষের সহজ প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। এই কারণে লেখক ছড়া সাহিত্যকে সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস বলেছেন।

সারকথা : ছড়া সাহিত্যের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে ছড়া সাহিত্যকে সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস বলা হয়।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের অর্ণবের সহপাঠীরা যে সাহিত্যের অনুরাগী তা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে আলোচিত শহুরে সাহিত্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- পল্লিসাহিত্য এ দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। একসময় এ দেশের পল্লিসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে শহুরে সাহিত্যের প্রভাবে তা নষ্ট হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।
- উদ্দীপকের অর্ণবের সহপাঠীরা যা পছন্দ করে তা হলো হিন্দি, রক ও ব্যান্ডের গান। তাদের শোনা এ গানগুলো নাগরিক সাহিত্য বা শহুরে সাহিত্যের অংশ। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক এগুলোকে শহুরে সাহিত্য বা শহুরে গান বলেছেন। লেখকের মতে যে সাহিত্যে বাবু-বিবির কথা, রাজ-রাজড়ার কথা, বিজলি বাতির কথা রয়েছে তা নাগরিক বা শহুরে সাহিত্য। তাতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা থাকে না। আলোচ্য উদ্দীপকের অর্ণবের সহপাঠীরা মোবাইল ফোনে যে গান শোনে বা যে সাহিত্যের অনুরাগী সেখানেও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা নেই। কারণ তা শহুরে সাহিত্য বা শহুরে গান।

সারকথা : উদ্দীপকের অর্ণবের সহপাঠীরা শহরে বাস করে। তারা মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের গান শোনে। তারা যে সাহিত্যের অনুরাগী 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক তাকে শহুরে সাহিত্য বলা হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের অর্ণবের উদ্যোগই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের প্রত্যাশা।"– মন্তব্যটি যথার্থ।
- পল্লিসাহিত্য বাঙালির প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে। পল্লির বুকজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পল্লিসাহিত্য মানুষের জীবনের কথা বলে। তাই এগুলো সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি।
- উদ্দীপকের অর্ণব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। লোকসংগীতের প্রতি তার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। তবে অর্ণবের সহপাঠীরা শহুরে সাহিত্যের প্রতি আসক্ত। তারা পল্লিগান বা লোকসংগীত পছন্দ করে না। অর্ণব লোকসংগীতের প্রতি সহপাঠীদের এই অনাগ্রহ দেখে মোবাইলে আব্বাস উদ্দিন, লালন শাহ্, হাসন রাজা, পাগলা কানাই প্রমুখের গান শোনে। তার বাজানো গান শুনে তার সহপাঠীরা ধীরে ধীরে লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক বাংলার পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন সম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো এগুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ, এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। পল্লিসাহিত্যের প্রসারের জন্য আরও বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত দিয়েছেন।
- 'পল্লিসাহিত্য' লেখক প্রাবন্ধিক পল্লিসাহিত্যগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। উদ্দীপকের অর্ণবের কর্মকাণ্ড লেখকের সেই প্রত্যাশাই পূরণ করে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের অর্ণব লোকগান বাঁচানোর জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের পল্লিসাহিত্য সংরক্ষণের প্রত্যাশাকেই পূরণ করে।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৭ ▸ সিলেট বোর্ড ২০১৯

সিয়াম অবসরে হিন্দি ও ইংরেজি গান শোনে। তার বাবা আলমাস সাহেব তাকে জারি, সারি, ভাটিয়ালি ইত্যাদি বাংলা গান শোনার জন্য উৎসাহিত করেন এবং বলেন এ গানগুলো আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করে। কিন্তু আজ বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের এসব গান হারিয়ে যাচ্ছে। এতকিছু বলার পরও সিয়ামের মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি।

ক. আজকাল বাংলা সাহিত্যের কত আনা শহুরে সাহিত্য? ১
খ. "নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার।" বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলমাস সাহেবের মানসিকতা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন দিক নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের সিয়ামের ধ্যান-ধারণা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার পরিপন্থী।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- আজকাল বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা শহুরে সাহিত্য।

খ অনুধাবন

- পল্লিসাহিত্যের প্রতি যত্নশীল না হওয়ার কুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক এ কথা বলেছেন।
- পল্লিসাহিত্য আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এক সময় এ দেশের পল্লিসাহিত্যের যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে মানুষের রুচির পরিবর্তনে এগুলো লুপ্ত হতে চলেছে। ফলে পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো এখন ধ্বংসের মুখে। অথচ অতীতে সর্বস্তরের মানুষ এই পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে জানত এবং চর্চা করত। আর এখন সেগুলো অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। যদি চর্চার অভাবে এগুলো এভাবেই পড়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে এগুলোর আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাই পল্লিজননীর সন্তানদের উচিত এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, চর্চা করা। তা না হলে অবহেলা ও অনাদরে এক সময় এগুলো বিলীন হয়ে যাবে। এই বিষয়টি বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করা হয়েছে।

সারকথা : পল্লিসাহিত্যের যত্ন না নিলে সেগুলো এক সময় বিলীন হয়ে যাবে। তখন তার এগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের আলমাস সাহেবের মানসিকতা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের দিক নির্দেশ করে।
- সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করার মতো পল্লির ভাণ্ডারে সম্পদের অভাব নেই। পল্লির ঘাটে, মাঠে, পল্লির আলো-বাতাসে, পল্লির প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। আমাদের উচিত এই সম্পদকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানো।
- উদ্দীপকের আলমাস সাহেব তার ছেলের সিয়ামকে পল্লিসাহিত্যের অন্যতম উপাদান পল্লিগানের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তার ছেলে সিয়াম হিন্দি ও ইংরেজি গান শুনতে পছন্দ করে। আলমাস সাহেব তাকে বোঝান যে পল্লিগান যেমন— জারি, সারি, ভাটিয়ালি ইত্যাদি আমাদের দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করে। অথচ আজ বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে এসব গান হারিয়ে যাচ্ছে। আলমাস সাহেবের এই ভাবনার প্রকাশ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখকের মধ্যে দেখা যায়। লেখক এখানে পল্লিসাহিত্যের পল্লিগানগুলোকে অমূল্য রত্নবিশেষ হিসেবে অবিহিত করেছেন। এই গানের সাথে শহুরে তুলনা হতে পারে না। সময় ও রুচির পরিবর্তনে এসব গান আজ ধ্বংসের মুখে। তাই পল্লির সন্তানদের উচিত এদিকে মনোযোগ দেওয়া। প্রবন্ধের এই দিকটিই উদ্দীপকের আলমাস সাহেবের মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে।

সারকথা : উদ্দীপকের আলমাস সাহেব পল্লিগানের গুরুত্ব ও আবেদন তুলে ধরে একে বাঁচিয়ে রাখরা প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখক এই ভাবনা প্রকাশ করে এর সংরক্ষণ ও প্রসারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকের সিয়ামের ধ্যান-ধারণা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার পরিপন্থী।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
- পল্লিসাহিত্য আমাদের অমূল্য সম্পদ। বাংলাদেশের পল্লির আনাচে-কানাচে এই সম্পদ ছড়িয়ে আছে। অথচ আমরা সেদিকে নজর না দিয়ে বিদেশি সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছি। যার ফলে পল্লিসাহিত্যের এসব সম্পদ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের উচিত এর সংরক্ষণ ও প্রসারণ নিশ্চিত করা।
- উদ্দীপকের সিয়াম হিন্দি ও ইংরেজি গান পছন্দ করে। অবসর পেলেই সে ঐসব গান শোনে। তার বাবা পল্লিগানের সম্পর্কে গুরুত্ব সম্পর্কে জানানোর পরও তার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় না। সিয়ামের এ ধরনের মানসিকতা 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের ভাবনার পরিপন্থী। কারণ লেখক এ প্রবন্ধে পল্লিসাহিত্যের গুরুত্ব তুলে ধরে এর সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন আমাদের পল্লির আনাচে-কানাচে পল্লিসাহিত্য ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করার মতো পল্লির নতুন সম্পদের অভাব নেই। অথচ রুচির ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অবহেলায় আজ তা ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে। এজন্য তিনি পল্লিজননীর সন্তানদের এদিকে মনোযোগ দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এর সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য। লেখকের এই ভাবনার সাথে উদ্দীপকের সিয়ামের ভাবনার পার্থক্য রয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সারকথা : উদ্দীপকের সিয়াম পল্লিগান অপেক্ষা বিদেশি গান শুনতে ভালোবাসে। অন্যদিকে প্রবন্ধের লেখক পল্লিগান তথা পল্লিসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। তিনি এর সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ৮ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

ষাটোর্ধ্ব শমসের গাজি বাড়ি ফেরার পথে দেখেন দুজন যুবক মোবাইল ফোনে মরমি শিল্পী আব্দুল আলীমের গাওয়া 'পরের জায়গা পরের জমি, ঘর বানাইয়া আমি রই'... গানটি মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন, 'এখনকার ছেলেরা তো এ গানগুলো শোনে না, অথচ তোমরা...।' শমসের গাজির কথা শুনে যুবকরা বলে ওঠে, 'এ গানগুলোই তো বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। এগুলোকে কীভাবে ভুলি?' যুবকদের কথা মধুর মতো লাগে তাঁর কানে।

ক. মনসুর বয়াতি কে? ১

খ. 'নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার'— লেখক একথা কেন বলেছেন? ২

গ. উদ্দীপকের যুবকদের মাঝে 'পল্লিসাহিত্য' রচনার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শমসের গাজি কি 'পল্লিসাহিত্য' রচনার লেখকের চেতনার ধারক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- মনসুর বয়াতি ছিলেন 'দেওয়ানা মদিনা' লোকগাথার প্রখ্যাত কবি।

খ অনুধাবন

- পল্লিসাহিত্যের প্রতি যত্নশীল না হওয়ার কুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক এ কথা বলেছেন।
- পল্লিসাহিত্য আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এক সময় এ দেশের পল্লিসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে মানুষের রুচির পরিবর্তনে এগুলো লুপ্ত হতে চলেছে। ফলে পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো এখন ধ্বংসের মুখে। অথচ অতীতে সর্বস্তরের মানুষ এই পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে জানত এবং চর্চা করত। আর এখন সেগুলো অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। যদি চর্চার অভাবে এগুলো এভাবেই পড়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে এগুলোর আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাই পল্লিজননীর সন্তানদের উচিত এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, চর্চা করা। তা না হলে অবহেলা ও অনাদরে এক সময় এগুলো বিলীন হয়ে যাবে। এই বিষয়টি বোঝাতেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করা হয়েছে।

সারকথা : পল্লিসাহিত্যের যত্ন না নিলে সেগুলো এক সময় বিলীন হয়ে যাবে। তখন তার এগুলোর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের যুবকদের মাঝে 'পল্লিসাহিত্য' রচনার পল্লিগানকে অমূল্যসম্পদ বিবেচনা করার দিকটি ফুটে উঠেছে।
- বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ পল্লিজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে রয়েছে। পল্লিসাহিত্যের এই সম্পদ বাঙালির প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে। পল্লির প্রাচীন সম্পদের মধ্যে অন্যতম একটি হলো পল্লিগান।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিগানগুলোকে পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেছেন। এগানগুলোর মধ্যে রয়েছে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মারফতি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি। এই গানগুলো পল্লির সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা প্রকাশ করে। গ্রামবাংলার মানুষের ধ্যান-ধারণা, ভাব, কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে এই গানগুলো জড়িয়ে রয়েছে। উদ্দীপকের যুবকদের মধ্যে 'পল্লিসাহিত্য' রচনার লেখকের এই চেতনারই প্রতিফলন ঘটেছে। তারা মনে করে আব্দুল আলীমের গাওয়া এই গানটি বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ, অমূল্য সম্পদ। এভাবে উদ্দীপকের যুবকদের মাঝে 'পল্লিসাহিত্য' রচনার পল্লিগানকে অমূল্য সম্পদ বিবেচনা করার দিকটি ফুটে উঠেছে।

সারকথা : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বলা হয়েছে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মারফতি গানগুলো পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। উদ্দীপকের যুবকদের মাঝেও অনুরূপ চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- হ্যাঁ, উদ্দীপকের শমসের গাজি 'পল্লিসাহিত্য' রচনার লেখকের চেতনার ধারক।
- পল্লিসাহিত্য বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে। বাঙালির এই প্রাণের সম্পদ আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। পল্লিসাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে এগুলো সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সবাইকে তৎপর হতে হবে।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লিসাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ দিক তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের কথা বলতে গিয়ে পল্লিসাহিত্যের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি পল্লিসাহিত্য সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য পল্লিসাহিত্যের বিচিত্র সম্পদ আহরণের কথা বলেছেন। কারণ তিনি মনে করেন এগুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ। উদ্দীপকের শমসের গাজি পল্লিগীতি সম্পর্কে যুবকদের মতামত শুনে খুব খুশি হন। যুবকদের কথা তাঁর কানে মধুর মতো লাগে। কারণ তিনিও পল্লিসাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। তাই যুব সমাজের মধ্যে এখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং তারা এগুলো পছন্দ করছে-দেখে তার ভালো লাগে।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখক পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা আমাদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই চেতনা যুব সমাজের মধ্যে বিদ্যমান দেখে উদ্দীপকের শমসের গাজির ভালো লেগেছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের শমসের গাজি 'পল্লিসাহিত্য' রচনার লেখকের চেতনার ধারক।

সারকথা : পল্লিসাহিত্য পল্লির প্রাণ, এদেশের ঐতিহ্য। এই সাহিত্যের সংগ্রহ, সংরক্ষক এবং চর্চার মাধ্যমে বিস্তার ঘটানো একান্ত জরুরি। এই দিকটি উদ্দীপ ও 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ৯ ▸ সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর

কে যাও তুমি ভাটির দেশে, ও বিদেশি নাইয়া
কইও আমার দুঃখের খবর ভাইয়ের কাছে গিয়া
কইও কইও কইও নাইয়া আমার ভাইয়ের তরে
অভাগিনী বোনের পরান রয় না যে আর ঘরে।

ক. আজকাল বাংলা সাহিত্যে কত আনা শহুরে সাহিত্য বিদ্যমান? ১

খ. 'আজ দুঃখ দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই।' — কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটিই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের একমাত্র আলোচিত বিষয় নয়।"— মন্তব্যটির সত্যতা প্রমাণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- আজকাল বাংলা সাহিত্যে পনেরো আনা শহুরে সাহিত্য বিদ্যমান।

খ অনুধাবন

- 'আজ দুঃখ দৈন্যে প্রাণে সুখ নেই।'— উক্তিটি দ্বারা আমাদের পল্লিসাহিত্যের বর্তমান দৈন্যদশার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।
- বাংলার পল্লির প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। অথচ আমাদের সচেতন সাহিত্য সমাজ পল্লির অমূল্য সেসব সাহিত্যের কদর করছে না। নব্য শহুরে সাহিত্যের প্রতি তারা বেশি অনুরাগী হয়ে উঠেছে। যারা পল্লির এসব সাহিত্য তৈরি ও চর্চা করত তারাও আজ দুঃখ-দৈন্যে আক্রান্ত। তাদের মনে সুখের পরশ নেই। প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে আমাদের উদাসীনতা ও পারিপার্শ্বিকতার দুরাচারে পল্লিসাহিত্য আজ যে বিপন্ন তাই বোঝানো হয়েছে।

> সারকথা : অযত্ন ও অবহেলায় পল্লিসাহিত্যের দৈন্যদশা বোঝাতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের পল্লিগানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
- সাহিত্যে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ পায়। পল্লিসাহিত্যে পল্লির মানুষের জীবনের নানা সমস্যা-সংকট, আনন্দ-বেদনার ঘটনাপ্রবাহ স্থান পায়। পল্লিসাহিত্যে একটি দেশের ভাবমূর্তি প্রকাশ পায়।
- উদ্দীপকে বাংলা লোকসাহিত্যের একটি শাখা পল্লিগানের উল্লেখ করা হয়েছে। এক অভাগী নারী অচেনা এক মাঝিকে বলছে সে যেন তার ভাইয়ের কাছে তার বোনের সংবাদ দেয়। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও লেখক পল্লিগানের বর্ণনা দিয়েছেন। পল্লির জারি, সারি, ভাটিয়ালি, রাখালি ও মারফতি গানের অফুরন্ত সমাহার রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি পল্লির ভাটিয়ালি গানের উদাহরণ। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে' এমন একটি গানের উল্লেখ করেছেন। এজন্য বলা যায়, উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের পল্লিগানের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। পল্লিসাহিত্যের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মমতা ও অনুরাগ প্রকাশ একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

> সারকথা : যে দেশে পল্লিসাহিত্যের প্রতি মানুষ বেশি অনুরাগী সেই দেশের সাহিত্য তত সমৃদ্ধ ও উন্নত। তাই পল্লিসাহিত্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটিই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের একমাত্র আলোচিত বিষয় নয়।"— মন্তব্যটি সত্য।
- মানুষের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ে পল্লিসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। জীবন ও কাজের সঙ্গে সংগতি বিধান করে মানুষ প্রতিনিয়ত এই সাহিত্য চর্চা করে থাকে। প্রাণের আবেগের জোয়ারে সৃষ্ট এই সাহিত্য আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক।
- 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিসাহিত্য সংরক্ষণের প্রয়োজীয়তা তুলে ধরেছেন। লেখক এখানে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পল্লিসাহিত্যের প্রতিটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া, কবিতা, পাঁচালি, পল্লিগান, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি বিষয় লেখক তাঁর 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। লেখক বাংলার লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে উদ্দীপকে বাংলা সাহিত্যের লোকসাহিত্যের একটি ধারা পল্লিগানের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।
- উদ্দীপকে লোকসাহিত্যের একটি ধারা পল্লিগানের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়টি ছাড়া পল্লিসাহিত্যের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং এটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ নেই। অথচ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে এগুলো সম্পর্কে লেখক বিশদ আলোচনা করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটিই 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের একমাত্র আলোচিত বিষয় নয়।

> সারকথা : পল্লিসাহিত্য পল্লির প্রাণ। এই সাহিত্যের সঙ্গে একটি দেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধি জড়িত থাকে। এই বিষয়টি 'পল্লিসাহিত্যে' প্রবন্ধে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেভাবে উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

www.abswer.com

www.abswer.com

প্রশ্ন ১০ ▶ ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট

রাতারগুল বেড়াতে গিয়ে ইনায়া ও তার বন্ধুরা মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে একেবারে মুগ্ধ। শহরে এসে এই গানের DVD খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করল বিশাল এক পল্লিগানের জগৎ। বন্ধুবান্ধবদের সাথে আলোচনা করে তারা এগুলো সংরক্ষণের উপায় খুঁজতে লাগল।

ক. "Folklore Society" কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন দিকের বর্ণনা রয়েছে এবং এটি হারিয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের মনের অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- "Folklore Society" সর্বপ্রথম ১৮৪৮ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ অনুধাবন

- 'আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত' বলতে লেখক বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার চাপে পল্লিসাহিত্যগুলো বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টি বুঝিয়েছেন।
- বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তাতে পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে জানার কোনো উপায় নেই। এ শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে কেবল নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ দিচ্ছে না, মানুষকে কেবল কর্মমুখী করে তুলছে। শিক্ষাব্যবস্থায় পল্লিসাহিত্যের অনুপস্থিতি তাদেরকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন করে তুলছে। আধুনিক যুগে শিশুরা আর রূপকথা, উপকথা শোনে না। এসব বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তা তাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে। শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে পল্লিসাহিত্যের বিষয়াদি সংযোগে অবহেলা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার চাপের ফলে জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ভেবে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

> সারকথা : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয় সুযোগ না রাখার ফলে তার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। এ কারণে লেখক প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লিগানের বর্ণনা রয়েছে।
- পল্লিসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ হলো 'পল্লিগান'। পল্লিসাহিত্যের এই গানগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ। এগুলো বাঙালি জাতির ঐতিহ্য। তাই পল্লিগান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত জরুরি।
- পল্লির অমূল্য রত্ন পল্লিসাহিত্য। বর্তমানে পল্লিসাহিত্যের প্রায় সব উপাদান সময়ের স্রোতে ভেসে গেছে। তবে এখনও যা আছে সেগুলোই পল্লির প্রাণ। মানবপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম ও দেশপ্রেমের বাণী সমৃদ্ধ এসব গান সাধারণ মানুষের মন জুড়ায়। পল্লিসাহিত্য সম্পদের ভাণ্ডারে বিচিত্র ধরনের পল্লিগান আছে। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মারফতি প্রভৃতি অতুলনীয়। উদ্দীপকে বন্ধুরা মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে একেবারে মুগ্ধ। তারা শহরে ডিভিডি খুঁজতে গিয়ে বিশাল এক পল্লিগানের জগৎ আবিষ্কার করে। বন্ধুরা আলোচনা করে সেগুলো সংরক্ষণের উপায় খুঁজতে থাকে। এগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণ হলো আমরা নিজেদের সংস্কৃতি ভুলে অন্যের সংস্কৃতিতে বেশি আগ্রহী। আর এই সংস্কৃতি সম্পদগুলো বাঁচিয়ে রাখা এবং সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব।

> সারকথা : পল্লিগান পল্লির মানুষের প্রাণ। আধুনিক শিক্ষা, বিদেশি সংগীতের প্রভাব এবং যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পল্লিগানগুলো বর্তমানে হারিয়ে যাচ্ছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- উদ্দীপকটিতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের মনের অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয়েছে।— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষের জীবনের নানা ঘটনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রভৃতির মাধ্যমে পল্লিসাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে। এ সাহিত্যের উপাদানে পল্লির মানুষের জীবনঘনিষ্ঠতার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। পল্লিসাহিত্যে মানুষের বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার প্রতিফলন ঘটে।
- পল্লিসাহিত্য সম্পদের ভাণ্ডারে বিচিত্র ধরনের পল্লিগান আছে। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, রাখালি, মুর্শিদি, মারফতি প্রভৃতি অতুলনীয়। পল্লির মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে থাকা এসব গানে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান যে জড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। যুগ যুগ ধরে এগুলো পল্লিবাসীর মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। পল্লিসাহিত্যের এসব উপাদানের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লিসাহিত্যের নানা উপাদানের কথা বলা হয়েছে। যা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। সংরক্ষণ করা না হলে এক সময় এগুলো হারিয়ে যাবে। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লির অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। পল্লিসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আমাদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
- উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের মনের অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকে শুধু পল্লিগান, ভাটিয়ালি গানের কথা বলা হলেও পল্লিসাহিত্যের প্রতি অভিন্ন অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তার পাশাপাশি পল্লিগানের সংরক্ষণের বিষয়টিও এসেছে। শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলো এখন বর্বর চাষার গান বলে ভদ্রসমাজে আর বিকোয় না। এগুলো পল্লির প্রাচীন সম্পদ। এদেশের আলো-বাতাসের মতো সকলের সাধারণ সম্পত্তি। উদ্দীপকের বক্তব্য 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের কথার সঙ্গে মিলে যায়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

> সারকথা : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ পল্লিগানসহ পল্লিসাহিত্যের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কথা বলেছেন। উদ্দীপকেও লেখকের এই প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারায় প্রণীত

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেন? [রা. বো. '২০]
উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রশ্ন ২ ▸ 'ভূয়োদর্শন' অর্থ কী? [য. বো. '২০]
উত্তর : 'ভূয়োদর্শন' মানে অনেক দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

প্রশ্ন ৩ ▸ মনসুর বয়াতি কে ছিলেন? [রা. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
উত্তর : মনসুর বয়াতি ছিলেন 'দেওয়ানা-মদিনা' লোকগাথার প্রখ্যাত কবি।

প্রশ্ন ৪ ▸ প্রবাদ বাক্য কী? [য. বো. '১৯; চ. বো. '১৯]
উত্তর : প্রবাদ বাক্য হলো দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাসযোগ্য কথা বা জনশ্রুতি।

প্রশ্ন ৫ ▸ আজকাল বাংলা সাহিত্যের কত আনা শহুরে সাহিত্য? [সি. বো. '১৯]
উত্তর : আজকাল বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা শহুরে সাহিত্য।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৬ ▸ Proletariat সাহিত্য কাকে বলে? [বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]
উত্তর : Proletariat সাহিত্য হলো অত্যাচারিত শ্রমজীবী দুঃখী মানুষের সাহিত্য।

প্রশ্ন ৭ ▸ রোমাঁ রোলাঁর অমূল্য কীর্তি কোনটি? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : রোঁমা রোঁলার অমূল্য কীর্তি হচ্ছে– জাঁ ক্রিস্তফ।

প্রশ্ন ৮ ▸ প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থ কী? [ঝালকাঠি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়; এস.এম. মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
উত্তর : প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থ পুরাতত্ত্ববিদ।

প্রশ্ন ৯ ▸ খনা কে? [গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খুলনা]
উত্তর : খনা হলেন একজন জ্যোতিষী।

প্রশ্ন ১০ ▸ 'পল্লিসাহিত্য' কী জাতীয় রচনা? [নবীনচন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ জাতীয় রচনা।

প্রশ্ন ১১ ▸ খনার বচন কী? [দি এইডেড হাই স্কুল, সিলেট]
উত্তর : প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত নারী জ্যোতিষী খনার উপদেশমূলক বাণী বা কথাগুলোই খনার বচন নাম পরিচিত।

প্রশ্ন ১২ ▸ রোমাঁ রোলাঁ কার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল? [নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : রোমাঁ রোলাঁ মদিনা বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল।

প্রশ্ন ১৩ ▸ আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে কী হারিয়ে যাচ্ছে? [পাবনা জেলা স্কুল]
উত্তর : আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে পল্লির উপকথাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ 'দেওয়ান মদিনা'র রচয়িতা কে? [সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ]
উত্তর : 'দেওয়ান মদিনা'র রচয়িতা হলেন মনসুর বয়াতি।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৫ ▸ 'ঠাকুরমার ঝুলি' কে রচনা করেন?
উত্তর : দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

প্রশ্ন ১৬ ▸ কে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' সম্পাদনা করেন?
উত্তর : দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রশ্ন ১৭ ▸ ভাটিয়ালি গান কী?
উত্তর : বাংলার পল্লিগীতির একটি বিশিষ্ট ধারার নাম ভাটিয়ালি।

প্রশ্ন ১৮ ▸ আজ আমাদের কোনটি দরকার?
উত্তর : শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়াবাংলা ঘর তোলা।

প্রশ্ন ১৯ ▸ নৃতত্ত্ব কী?
উত্তর : মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

প্রশ্ন ২০ ▸ মদিনা বিবি কে?
উত্তর : মদিনা বিবি– 'দেওয়ানা-মদিনা' লোকগাথার নায়িকা।

প্রশ্ন ২১ ▸ লোকমুখে প্রচলিত ও বিশ্বাসযোগ্য বাক্যকে কী বলে?
উত্তর : লোকমুখে প্রচলিত ও বিশ্বাসযোগ্য বাক্যকে বলে– প্রবাদবাক্য।

প্রশ্ন ২২ ▸ পল্লির পরতে পরতে কী ছড়িয়ে আছে?
উত্তর : পল্লির পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে।

প্রশ্ন ২৩ ▸ শহুরে বা নাগরিক সাহিত্য বলতে কী বোঝ?
উত্তর : শহর বা নগরের মানুষের জীবন নিয়ে রচিত সাহিত্যকে নাগরিক সাহিত্য বলে।

প্রশ্ন ২৪ ▸ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে সবার সম্পত্তি কোনটি?
উত্তর : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে সবার সম্পত্তি হচ্ছে পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান।

প্রশ্ন ২৫ ▸ কিসের কঙ্কালবিশেষ এখনও অবশিষ্ট আছে?
উত্তর : পল্লিসাহিত্যের কঙ্কালবিশেষ এখনও অবশিষ্ট আছে।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ ▸ "নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার।"– বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? [রা. বো. '২০]
অথবা, 'নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার'– লেখক একথা কেন বলেছেন? [সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ২(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২ ▸ 'পল্লিসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [য. বো. '২০]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৩(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩ ▸ "পল্লিগ্রামে শহরের মতো গায়ক, বাদক, নর্তক না থাকলেও তার অভাব নেই"– বুঝিয়ে লেখ। [রা. বো. '১৯]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৪(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ পল্লিসাহিত্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '১৯]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৫(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৫ ▸ ছড়া সাহিত্যকে সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '১৯]
উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ)-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৬ ▸ 'পল্লির প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে'– ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল ক্যাডেট কলেজ]
উত্তর : 'পল্লির প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে' বলতে পল্লির মানুষের জীবন ও প্রকৃতিতে সাহিত্যের নানা উপাদান ছড়িয়ে থাকার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ছড়া, লোকগান, রূপকথা, উপকথা, ধাঁধা প্রভৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর সময় ঘুমপাড়ানি গান গায়, বৃদ্ধরা বাচ্চাদের নানা রকম রূপকথার গল্প শোনায়। এ ছাড়া শ্রমিকেরা কাজ করার সময় কিংবা মাঝিরা

www.abswer.com

www.abswer.com

নৌকা বাওয়ার সময় একসঙ্গে গাইতে থাকেন গান। এ সবই বাংলার অমূল্য সম্পদ পল্লিসাহিত্য। এসব কারণে লেখক বাংলার পরতে পরতে পল্লিসাহিত্য ছড়িয়ে থাকার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন ৭ ▸ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিসম্রাটের এ বক্তব্যের মর্মার্থ লেখ। [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : 'এবার ফিরাও মোরে'– কবিসম্রাটের এ বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে নাগরিক সাহিত্যের পথ থেকে ফিরে এসে পল্লিসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হওয়া।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লির প্রাচীন সম্পদ সংগ্রহ করার মতামত ব্যক্ত হয়েছে। পল্লির নানা উপাদান সমৃদ্ধ পল্লিসাহিত্য নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার উদ্যোগী হয়েছিলেন। পল্লির গৃহস্থ, কৃষক, জেলে, মাঝি, মুটে, মজুরের কথা লিখবেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তা করতে পারেননি। তিনি পল্লির সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা সাহিত্যকে সবার সামনে তুলে ধরতে পারেননি। পল্লিসাহিত্যের রাজরাজড়ার কথা, বাবু-বিবির কথা, মোটরগাড়ির কথা, বিজলি বাতির কথা– এসব নিয়ে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক লেখা হলেও তাতে পল্লির হতদরিদ্র মানুষের জীবন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। কারণ যারা তা লেখেন তারা কেউ পল্লিতে থাকেন না, কিংবা থাকলেও তারা পল্লিবাসীর জীবনযাপন উপলব্ধি করতে পারেন না।

প্রশ্ন ৮ ▸ প্রবাদ-প্রবচন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। [ঝালকাঠি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়; এস.এম. মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]

উত্তর : প্রবাদ-প্রবচন বলতে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোনো অভিজ্ঞতা হৃদয়গ্রাহী ভাষারূপ লাভ করাকে বোঝায়।

'প্রবচন' মানে প্রকৃষ্ট যে বচন। সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে অনেক ক্ষেত্রে ছন্দমিল কিংবা উপমা প্রভৃতি ব্যবহার করে প্রবাদে সমাজের কোনো মূল্যবান অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রবাদ-প্রবচনগুলো অলংকারের কাজ করে। এতে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন– 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই'; 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' ইত্যাদি। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে অতীতের নানা বিষয়, পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর প্রয়োগ থেকে বাস্তব জীবনের শিক্ষা লাভ হয়।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৯ ▸ প্রবাদবাক্য আমাদের জীবনে কীভাবে জড়িয়ে আছে?

উত্তর : প্রবাদবাক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

পল্লিসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রবাদবাক্য। যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় প্রবাদবাক্য ব্যবহার করে আসছে। প্রবাদবাক্য আমাদের বাক্‌পটুতা ও চিৎপ্রকর্ষের দীপ্তিকে প্রকাশ করে। শুধু কথার মধ্যেই প্রবাদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কথাসাহিত্যের শৈল্পিক উপস্থাপনায় প্রবাদ-প্রবচন একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

প্রশ্ন ১০ ▸ Proletariat সাহিত্য বলতে কী বোঝ?

উত্তর : Proletariat সাহিত্য হচ্ছে অত্যাচারিত শ্রমজীবী দুঃখী মানুষের সাহিত্য।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে অভিনব ভাব বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পল্লিসাহিত্যের বিশিষ্ট দিকগুলো উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি Proletariat সাহিত্যের কথা বলেছেন। যে সাহিত্যের আত্মা ইট-পাথরের ও লোহার কৃত্রিম বাঁধন থেকে মুক্ত। যে সাহিত্য মাটির ঘরে, মাটির মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচিত, তাকেই তিনি Proletariat সাহিত্য বলেছেন। এ ধরনের সাহিত্যে শ্রমজীবী শ্রেণির দুঃখ-বেদনার কথা প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন ১১ ▸ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের অন্তর্বেদনার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের অন্তর্বেদনার কারণ পল্লিসাহিত্যের বিলুপ্তি।

লেখকের মতে, এদেশে একদিন পল্লিসাহিত্যের সম্ভার ছিল। উপযুক্ত গবেষক ও আগ্রহী সাহিত্যিকদের উদ্যোগের অভাবে সেগুলো সংগৃহীত না হওয়ায় আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি পল্লির মূল্যবান প্রাচীন সম্পদ থেকে। এটিই লেখকের অন্তর্বেদনার মূল কারণ।

প্রশ্ন ১২ ▸ পল্লিসাহিত্যে উল্লিখিত 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' প্রবাদটি প্রাচীন ইতিহাসের কোন গোপন কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?

উত্তর : 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' প্রবাদটি অতীত ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রবাদ হলো দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত বিশ্বাসযোগ্য কথা বা জনশ্রুতি। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কোনো প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা যখন হৃদয়গ্রাহী ভাষারূপ লাভ করে লোকসাধারণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা পায়, সেই ভাষারূপকে বলে প্রবাদ-প্রবচন। 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' একটি প্রাচীন প্রবাদ। এ প্রবাদটি প্রাচীন ইতিহাসের সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এই প্রবাদ যখন প্রচলিত হয় তখন পাণ্ডুয়া ছিল বঙ্গের রাজধানী।

প্রশ্ন ১৩ ▸ পল্লিসাহিত্যের উপকরণের দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর : পল্লিসাহিত্যের উপকরণ প্রধানত পল্লির মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয় ও অনুভূতি।

গ্রামীণ নর-নারীর অনুভূতিই পল্লিসাহিত্যের মূল উপকরণ। তাই পল্লিবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তাল-তমাল, আঁকাবাঁকা নদ-নদী, পল্লির মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা, আনন্দ-বেদনার কথা, মান-অভিমানের কথা, রাখাল-কৃষকের কথা, তাদের প্রেম-বিরহের কথা প্রভৃতি পল্লিসাহিত্যের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১৪ ▸ নাগরিক সাহিত্যের উপাদানের দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর : নাগরিক সাহিত্যের উপাদান প্রধানত শহুরে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয় ও অনুভূতি।

আজকাল বাংলা সাহিত্য বলে যে সাহিত্য চলছে তার পনেরো আনাই শহুরে সাহিত্য বা নাগরিক সাহিত্য। অভিজাত শ্রেণির লোকদের নিয়ে নাগরিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। নাগরিক সাহিত্যের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজ-রাজড়ার কথা, বাবু-বিবির কথা, মোটরগাড়ির কথা, সিনেমা-থিয়েটারের কথা, বিজলি বাতির কথা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৫ ▸ "পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে এই গানগুলি অমূল্য রত্নবিশেষ"– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত বাক্যে জারিগান, সারিগান, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, রাখালি, মারফতি ইত্যাদি গানের মূল্য নির্দেশ করতে গিয়ে লেখক একথা বলেছেন।

পল্লিসাহিত্য সম্পদের ভাণ্ডারে আছে বিচিত্র ধরনের পল্লিগান। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, রাখালি, মুর্শিদি, মারফতি গানগুলোর তুলনা হয় না। পল্লির মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে থাকা এসব গানে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান যে জড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। যুগ যুগ ধরে এগুলো পল্লিবাসীর মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। এসব গানের আবেদন পল্লিপ্রধান বাংলার মানুষের কাছে অফুরন্ত। তাই বলা হয়েছে, পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে এই গানগুলো অমূল্য রত্নবিশেষ।

প্রশ্ন ১৬ ▸ সময় ও রুচির পরিবর্তনে কী ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সময় ও রুচির পরিবর্তনে মানুষের কাছে অনাদৃত হতে হতে বাংলার পল্লিসাহিত্য ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে।

ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়, এক সময় বাংলায় বিরাট পল্লিসাহিত্য ছিল। তখন নায়ের দাঁড়ি-মাঝি থেকে গৃহস্থের বউ-ঝি পর্যন্ত, বালক থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই এগুলোর আনন্দ উপদেশ বিলাত। বর্তমানে পাড়াগাঁয়ের লোক ছাড়া সেগুলোর আর কেউ আদর করে না। তাই তার কঙ্কাল বিশেষ এখনও কিছু আছে। বর্তমানে সময় ও রুচির পরিবর্তনে পল্লিসাহিত্য আজ ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে।

www.abswer.com

www.abswer.com

বহুনির্বাচনি অংশ — MCQ SECTION

প্রিয় শিক্ষার্থী, এ অংশে তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি বোর্ড প্রশ্ন, সেরা স্কুলের প্রশ্ন এবং মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হলো। অনুশীলনের সুবিধার্থে সঠিক উত্তরের বৃত্ত (●) ভরাট না করে Self-Test আকারে নিচে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে প্রণীত

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ভরাট কর :

১. আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতের অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে কী?
ক উপকথা খ প্রবাদ
গ ছড়া ঘ পল্লিগান

২. 'কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?'— মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এ হতাশা দূর হতে পারে কীভাবে?
ক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে
খ সভা-সমিতিতে যথাযথ উপস্থাপন করে
গ ফোকলোর সোসাইটি স্থাপন করে
ঘ জনসাধারণকে সচেতন করে

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
ষোল চাষে মুলা
তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান

৩. উদ্দীপকটির ধরন হলো—
ক প্রবাদ প্রবচন খ খনার বচন
গ ডাকের কথা ঘ লোকগাথা

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বোর্ড পরীক্ষক প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

৪. "আউল বাউল লালনের দেশে
মাইকেল জ্যাকসন আইলো রে
আমার সাধের দোতরা কান্দে রে—"
— এ চরণের ভাবার্থে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে? [ঢা. বো. '২০]
ক হতাশা খ ক্ষোভ
গ অনুশোচনা ঘ উদ্বিগ্নতা

৫. ফোকলোর সোসাইটির কাজ কী? [রা. বো. '২০]
ক খেলাধুলার উপাদান সংগ্রহ ও প্রচার
খ পল্লিজীবনকে তুলে ধরা
গ পল্লির প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা
ঘ পল্লিজীবন অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করা

৬. সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস কোনগুলো? [য. বো. '২০]
ক প্রবাদ ও প্রবচন খ ছড়া ও কবিতা
গ রূপকথা ও উপকথা ঘ ছড়া ও গান

৭. জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথা খুঁজে পাওয়া যায় নিচের কোন বাক্যে? [কু. বো. '২০]
ক কলা রুয়ে না কেটো পাত
খ পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর
গ রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে
ঘ এক হাত বোল্লা বার হাত শিং

৮. মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে— গানটি কোন ধরনের? [চ. বো. '২০]
ক জারি খ সারি
গ মারফতি ঘ ভাটিয়ালি

৯. ধরি মাছ না ছুঁই পানি— এ কথাটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ লাইনটি হলো— [সি. বো. '২০]
ক আপনি বাঁচলে বাপের নাম
খ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই
গ শক্তের ভক্ত নরমের যম
ঘ সাপও মরবে লাঠিও বাঁচবে

১০. 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক কে? [ব. বো. '২০]
ক মনসুর বয়াতি খ দীনেশচন্দ্র সেন
গ রোমাঁ রোলাঁ ঘ উইলিয়াম থমস

১১. পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর'— এটা কী? [ম. বো. '২০]
ক খনার বচন খ ডাক
গ প্রবাদ বাক্য ঘ উপকথা

১২. 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'— এটি কী? [ঢা. বো. '১৯]
ক খনার বচন খ প্রবাদ
গ ছড়া ঘ খেলার গৎ

১৩. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে খোকা-খুকির ছড়াকে সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস বলা হয়েছে কেন? [রা. বো. '১৯]
ক প্রাণের উচ্ছ্বাস আছে বলে
খ প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হওয়ায়
গ জাতির পুরনো ইতিহাসের গোপন কথা খুঁজে পাওয়া যায় বলে
ঘ মন থেকে উৎসারিত হওয়ায়

১৪. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে 'সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' বলা হয়েছে কোন সাহিত্যকে? [য. বো. '১৯]
ক রূপকথাকে খ খোকা-খুকির ছড়াকে
গ পল্লিগানকে ঘ খনার বচনকে

১৫. ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল কোথায় সঞ্চিত হয়ে আছে? [কু. বো. '১৯]
ক ডাক ও খনার বচনে খ খোকা-খুকির ছড়ায়
গ পল্লিগানে ঘ মারফতি গানে

১৬. "পল্লিসাহিত্য" প্রবন্ধে বর্ণিত চীন দেশে সংঘটিত গল্প কোনটি? [চ. বো. '১৯]
ক আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ
খ আলী বাবা চল্লিশ চোর
গ রাখালের পিঠা গাছের কথা
ঘ রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা

১৭. Proletariat সাহিত্য হচ্ছে— [সি. বো. '১৯]
ক গ্রামীণ মানুষের খ শহরের অধিবাসীদের
গ শ্রমজীবী দুঃখীদের ঘ চাষাভুষাদের

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১	ক	২	গ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	গ	৯	ঘ
১০	ঘ	১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	গ		

www.abswer.com

www.abswer.com

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৮. কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। এটা কী? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]
ⓚ প্রবাদ ⓜ প্রবচন
ⓖ খনার বচন ⓖh লোককথা

১৯. যে সাহিত্যের একক মালিকানা নেই সেটি কোন সাহিত্য? [মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল]
ⓚ বৈষ্ণব পদাবলি ⓜ পুঁথি সাহিত্য
ⓖ পল্লিসাহিত্য ⓖh শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

২০. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন? [ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম]
ⓚ চন্দ্রকুমার দে ⓜ দীনেশ চন্দ্র সেন
ⓖ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ⓖh সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২১. নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ কোনটি? [রংপুর ক্যাডেট কলেজ; কুমিল্লা জিলা স্কুল; বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; রংপুর জিলা স্কুল]
ⓚ খনার বচন ⓜ উপকথা
ⓖ প্রবাদ ⓖh প্রবচন

২২. 'ষোল চাষে মূলা — তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান— বিনা চাষে পান'—
উদ্দীপকটির ধরন হলো— [সিদ্ধেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ⓚ প্রবাদ ⓜ ছড়া ⓖ খনার বচন ⓖh খেলার গৎ

২৩. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? [শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী]
ⓚ ১২৮২ ⓜ ১২৮৪ ⓖ ১২৮৬ ⓖh ১২৯০

২৪. পল্লির উপকথায় কী রয়েছে? [এস.ভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]
ⓚ সাংস্কৃতিক আবেদন ⓜ ধর্মীয় আবেদন
ⓖ সামাজিক আবেদন ⓖh শৈল্পিক আবেদন

২৫. ফোকলোর সোসাইটি সর্বপ্রথম কোথায় গঠিত হয়? [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ আমেরিকায় ⓜ ইতালিতে
ⓖ লন্ডনে ⓖh ফ্রান্সে

২৬. রোমাঁ রোলাঁ কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন? [নওগাঁ জিলা স্কুল; আন্তঃ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, রংপুর এরিয়া, রংপুর]
ⓚ ৩০ শে সেপ্টেম্বর ⓜ ৩০ শে আগস্ট
ⓖ ৩০ শে ডিসেম্বর ⓖh ৩০ শে জুন

২৭. কৃষি তাত্ত্বিক ও উপদেশমূলক কোনটি? [নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীবাজার; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর]
ⓚ ডাকের বচন ⓜ প্রবাদ বচন
ⓖ খনার বচন ⓖh লোকগান

২৮. প্রবাদ বাক্যে কী থাকে? [কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ যুগের দর্শনের পরিপক্ব ফল ⓜ ইতিহাসের অসত্য
ⓖ যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল ⓖh লোকশ্রুতি

২৯. হাট্টিমা টিম টিম/তারা মাঠে পাড়ে ডিম ..... এটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লিখিত পল্লিসাহিত্যের কোন উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে? [বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
ⓚ ছেলেভুলানো গান ⓜ ঘুমপাড়ানি গান
ⓖ খেলার ছড়া ⓖh প্রবাদ বাক্য

৩০. বাংলাদেশের জলবায়ুনির্ভর কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশমূলক খনার ছড়াগুলো কখন রচিত বলে ধারণা করা হয়? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ⓜ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী
ⓖ নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী ⓖh দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

৩১. "এবার ফিরাও মোরে" এ উক্তির মাধ্যমে বক্তা কী ঘোষণা করেছেন? [ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ আর নাগরিক সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না
ⓜ এখন থেকে পল্লির ব্যাপারে মনোযোগী হবেন
ⓖ নাগরিক ও পল্লি উভয় সাহিত্যই রচনা করবেন
ⓖh এখন কেবল পল্লির সংস্কারেই ব্যস্ত থাকবেন

৩২. Folkore Society সর্বপ্রথম কত সালে গঠিত হয়? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ ১৮৪৮ সালে ⓜ ১৮৪৯ সালে
ⓖ ১৮৫০ সালে ⓖh ১৮৫১ সালে

৩৩. মহুয়ার পালা কী? [সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ লালনগীতের পালা ⓜ মৈমনসিংহ গীতিকার একটি পালা
ⓖ হাসান রাজার পালা সুনামগঞ্জ ⓖh আব্দুল করিমের পালা

৩৪. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সংগ্রহের মধ্য দিয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন আমাদেরকে কী বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন? [হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; নওগাঁ জিলা স্কুল]
ⓚ পল্লি সাহিত্যের গুরুত্ব ⓜ পল্লি প্রকৃতির সৌন্দর্য
ⓖ পল্লি বাংলার দারিদ্র্য ⓖh পল্লি গ্রামের কুসংস্কার

৩৫. সাহিত্যের এক অমূল্য খনি কোথায় লুকিয়ে আছে? [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ বিশ্বকোষ-এর মধ্যে ⓜ পল্লিজননীর বুকে
ⓖ জাতির পুরোনো ইতিহাস ⓖh বইয়ের পাতায়

৩৬. পল্লিজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে আছে সাহিত্যের এক অমূল্য খনি— এই পথ কে দেখিয়েছেন? [আহম্মদ উদ্দিন শাহ্ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]
ⓚ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ⓜ মনসুর বয়াতি
ⓖ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ⓖh দীনেশচন্দ্র সেন

৩৭. 'দিনের মেঘে ধান, রাতের মেঘে বান।' উদ্ধৃতাংশের সাথে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? [আহম্মদ উদ্দিন শাহ্ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]
ⓚ খনার বচন ⓜ ডাক
ⓖ প্রবাদবাক্য ⓖh ছড়া সাহিত্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৮. কোনটি মৈমনসিংহ গীতিকার পালা? [শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা]
i. কমলার দিঘি
ii. দেওয়ানা মদিনার পালা
iii. আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓜ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

৩৯. 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'— প্রবাদটির অর্থ হচ্ছে— [সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]
i. পানি না ছুঁয়ে মাছ ধরা
ii. সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না
iii. কৌশলে কার্যসিদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓜ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖh i, ii ও iii

৪০. পল্লির উপকথাগুলো বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাওয়ার কারণ— [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]
i. আধুনিক শিক্ষিত জননীর উদাসীনতা
ii. পল্লিজননীর অমনোযোগী সন্তান
iii. Proletariat সাহিত্যের প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓜ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖh i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

১৮	ⓖ	১৯	ⓖ	২০	ⓜ	২১	ⓜ	২২	ⓖ	২৩	ⓜ	২৪	ⓚ	২৫	ⓖ	২৬	ⓖ	২৭	ⓖ	২৮	ⓖ	২৯	ⓚ
৩০	ⓜ	৩১	ⓜ	৩২	ⓚ	৩৩	ⓜ	৩৪	ⓚ	৩৫	ⓜ	৩৬	ⓖh	৩৭	ⓚ	৩৮	ⓚ	৩৯	ⓜ	৪০	ⓚ		

www.abswer.com

www.abswer.com

৪১. 'নচেৎ এ সকল কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার'— যে প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে— [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. পল্লি সাহিত্যের কঙ্কালসারতা প্রসঙ্গে
ii. পল্লি সাহিত্যের অনাদৃততা প্রসঙ্গে
iii. পল্লি জননীর সন্তানের অমনোযোগিতা প্রসঙ্গে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

৪২. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ অনুসারে লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন— [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. আধুনিক শিক্ষার প্রসার
ii. মানসিকতার পরিবর্তন
iii. স্বেচ্ছাসেবক দল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৩ ও ৪৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
"চিড়া বলো, পিঠা বলো ভাতের মতো না
খালা বলো ফুফু বলো মায়ের মতো না।"
[ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম]

৪৩. উপর্যুক্ত উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন অংশের সাথে সাযুজ্য?
ক খনার বচন খ ডাকের কথা
গ উপকথা ঘ প্রবাদ-প্রবচন

৪৪. উদ্দীপকের মর্মবাণী তোমার পঠিত নিচের কোন চরণদ্বয়ের সাথে অমিল রয়েছে?
i. মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
ii. দেশি ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি
iii. যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
কলা রুয়ে না কেটো পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত। [ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

৪৫. উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিসাহিত্য'র কোন বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক ছড়ার খ খেলায় বাঁধা বুলির
গ উপকথার ঘ খনার বচনের

৪৬. উক্ত বিষয় সম্পর্কে বলা যায়—
i. এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস
ii. জাতির পুরনো ইতিহাস রয়েছে
iii. এগুলোতে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

গদ্য-৪

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় প্রণীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

লেখক পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪৯

৪৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৮৮৫ খ ১৮৯০
গ ১৯১০ ঘ ১৯১২

৪৮. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অন্যতম কালজয়ী সম্পাদনা গ্রন্থ কোনটি? (জ্ঞান)
ক বাংলা সাহিত্যের কথা
খ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
গ বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ
ঘ বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত

৪৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর খ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন
গ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুলাই ঘ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ আগস্ট

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪৯

৫০. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কোন পাখির কথা উল্লেখ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ক কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া খ কাক, চিল, কোকিল
গ শকুন, পাপিয়া, কাক ঘ দোয়েল, শকুন, বুলবুলি

৫১. পল্লির পরতে পরতে কোনটি ছড়িয়ে আছে? (জ্ঞান)
ক নাটক খ প্রবন্ধ গ প্রহসন ঘ সাহিত্য

৫২. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে কোন যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
ক পল্লির পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে
খ পল্লির আকাশে-বাতাসে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে
গ পল্লির ঘরে ঘরে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে
ঘ পল্লির গাছে গাছে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে

৫৩. পল্লির পরতে পরতে লুক্কায়িত সাহিত্য নিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত প্রবন্ধের নাম— (অনুধাবন)
ক পল্লিকথা খ পল্লিগানের ইতিকথা
গ পল্লিসাহিত্য ঘ পল্লিজীবন

৫৪. কোথায় বাস করে আমরা ভুলে যাই বায়ু সাগরে আমরা ডুবে আছি? (জ্ঞান)
ক ঘরের মধ্যে খ তাঁবুর মধ্যে
গ বাতাসের মধ্যে ঘ আলোর মধ্যে

৫৫. 'পল্লিসাহিত্য' মানে— (অনুধাবন)
ক যে সাহিত্যের সব উপাদান পল্লি থেকে প্রাপ্ত
খ যে সাহিত্যের আংশিক উপাদান পল্লি থেকে প্রাপ্ত
গ যে সাহিত্যের অর্ধেক উপাদান পল্লি থেকে প্রাপ্ত
ঘ যে সাহিত্যে পল্লির উপাদান নেই

৫৬. যেখানে অনেক বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে, তা প্রকাশে নিচের কোন যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
ক পাড়াগাঁয়ে খ শহরে
গ বন্দরে ঘ নগরে

৫৭. "ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন সাহিত্যের কী এক অমূল্য খনি পল্লিজননীর বুকে লুকিয়ে আছে।"— কী সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মৈমনসিংহ গীতিকা খ দেওয়ানা মদিনা
গ রূপকথা ঘ উপকথা

৫৮. বাংলাদেশের অন্যতম লোকগাথার নাম কী? (জ্ঞান)
ক তেপান্তর খ গ্রাম-গ্রামান্তর
গ আলোর মিছিল ঘ মৈমনসিংহ গীতিকা

৫৯. রোমাঁ রোলাঁ যার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি কে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক মদিনা বিবি খ মেহের বানু
গ খায়রুন সুন্দরী ঘ মহুয়া

৬০. 'কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?' এখানে কোন কাজের কথা বলা হয়েছে? (অনুধাবন)
ক বাংলার প্রত্যেক পল্লি থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা
খ বিদেশি সাহিত্য সংগ্রহ করা
গ শহুরে সাহিত্য প্রকাশ করা
ঘ আধুনিক গল্পগুলো প্রকাশ করা

উত্তরের শুদ্ধতা/ নির্ভুলতা যাচাই করো

৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ	৪৬	গ	৪৭	ক	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	ঘ	৫২	ক	৫৩	গ	৫৪	গ	৫৫	ক	৫৬	ক	৫৭	ক	৫৮	ঘ	৫৯	ক	৬০	ক

www.abswer.com

www.abswer.com

৬১. পল্লির সাহিত্য-সম্পদের মধ্যে জারি, সারি ও ভাটিয়ালি গানগুলো— (জ্ঞান)
ⓚ প্রাচীন রত্নসম্পদ ⓛ অমূল্য রত্নবিশেষ
ⓖ আধুনিক রত্নবিশেষ ⓘ শৌখিন রত্নবিশেষ

৬২. পল্লির ছেলেমেয়েরা কাদের কাছে রূপকথার গল্প শোনে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ কৃষি শ্রমিক ⓛ বুড়ো-বুড়ি
ⓖ মনসুর বয়াতি ⓘ কবিয়াল

৬৩. "শুনতে শুনতে ছেলেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, সেগুলি না কত মনোহর!" — কোনগুলো? (অনুধাবন)
ⓚ কবিতা ⓛ ছড়া ⓖ রূপকথা ⓘ উপকথা

৬৪. পল্লিসাহিত্যের কোন উপকরণকে প্রাবন্ধিক সুদূর অতীতের সাক্ষীরূপে গণ্য করেছেন? (জ্ঞান)
ⓚ উপকথাকে ⓛ রূপকথাকে
ⓖ প্রবাদ-প্রবচনকে ⓘ খনার বচনকে

৬৫. কোনটি নষ্ট হয়ে অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে? (জ্ঞান)
ⓚ উপকথা ⓛ রূপকথা
ⓖ পল্লিগীতি ⓘ খনার বচন

৬৬. 'বড় বড় বিদ্বানদের সভা আছে, যাকে বলা হয় Folklore Society.' কোন দেশে Folklore Society আছে? (অনুধাবন)
ⓚ এশিয়ায়, জাপানে ⓛ ভারতে, শ্রীলঙ্কায়
ⓖ ইউরোপে, আমেরিকায় ⓘ চীনে, মালদ্বীপে

৬৭. Folklore Society ইউরোপ, আমেরিকার— (জ্ঞান)
ⓚ বিদ্বানদের সভা ⓛ উন্নত সমাজ
ⓖ পুরনো সমাজ ⓘ আধুনিক সভ্য সমাজ

৬৮. 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র লেখক কে? (জ্ঞান)
ⓚ ড. দীনেশচন্দ্র সেন ⓛ প্রমথ চৌধুরী
ⓖ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ⓘ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬৯. বাংলাদেশের সমস্ত উপকথা এক জায়গায় জড়ো করলে যেটির মতো কয়েক বালামে সংকুলান হতো না, সেটি— (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বিশ্বকোষ ⓛ বিশ্বভাণ্ডার ⓖ বিশ্বগ্রন্থ ⓘ বিশ্ববিচিত্রা

৭০. 'উন বর্ষায় দুনো শীত।'– এর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত
ⓛ রোদ হচ্ছে পানি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে
ⓖ মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না
ⓘ আপনি বাঁচলে বাপের নাম

৭১. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক সার্থক প্রবাদবাক্য ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ ধরি মাছ, না ছুঁই পানি
ⓛ নাই নাই টাকা নাই
ⓖ খাই খাই ভাত খাই
ⓘ রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে

৭২. জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও খুঁজে পাওয়া যায়— কোনটিতে? (জ্ঞান)
ⓚ উপকথা ও রূপকথায় ⓛ প্রবাদ বাক্য, ডাকা ও খনার বচনে
ⓖ পল্লিগানে ⓘ ছড়া ও খেলার গৎ-এ

৭৩. পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলোর মধ্যে কোনটিতে জাতির ঐতিহাসিক তথ্য লক্ষ করা যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ নটে গাছটি মুড়োলো আমার কথাটি ফুরোলো
ⓛ কলা রুয়ে না কেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত
ⓖ একহাত বোল্লা বার হাত শিং উড়ে যায় বোল্লা ধা তিং তিং
ⓘ ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে

৭৪. 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।' এ প্রবাদ বাক্যটি কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়? (অনুধাবন)
ⓚ যখন মুর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী ছিল
ⓛ যখন পাণ্ডুয়া বঙ্গের রাজধানী ছিল
ⓖ যখন জাহাঙ্গীরনগর বঙ্গের রাজধানী ছিল
ⓘ যখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল

৭৫. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বক্তার রাজধানী পাণ্ডুয়ার সমকালীন সময়ের কথা ফুটে উঠেছে কোন বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর ⓛ ধরি মাছ না ছুঁই পানি
ⓖ আপনি বাঁচলে বাপের নাম ⓘ নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা

৭৬. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লিখিত 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' প্রবাদটি সম্পর্কে নিচের কোন যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
ⓚ বঙ্গের রাজধানী যখন পাণ্ডুয়া ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়
ⓛ বঙ্গের রাজধানী যখন গৌড় ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়
ⓖ বঙ্গের রাজধানী যখন মুর্শিদাবাদ ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়
ⓘ বঙ্গের রাজধানী যখন নদীয়ায় ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়

৭৭. "রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে।" — এটা কোন ধরনের সাহিত্য? (অনুধাবন)
ⓚ ছড়া ⓛ গান ⓖ গজল ⓘ কবিতা

৭৮. পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে কোনটি অমূল্য রত্নবিশেষ?
ⓚ উপকথা ⓛ ছড়া
ⓖ প্রবাদ ⓘ পল্লিগান

৭৯. পল্লিসাহিত্যের কোন ধারাকে অমূল্য রত্নবিশেষ বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ পল্লিগীতি ⓛ প্রবাদ-প্রবচন
ⓖ মৈমনসিংহ গীতিকা ⓘ খনার বচন

৮০. লেখক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পল্লিগীতিকে কী বিশেষণে বিশেষিত করেছেন? (প্রয়োগ)
ⓚ অমূল্য রত্নবিশেষ ⓛ সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস
ⓖ নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ ⓘ মারফতি তত্ত্বকথা

৮১. গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে কোথায়? (জ্ঞান)
ⓚ শহরের মধ্যে ⓛ শিক্ষিত লোকের মধ্যে
ⓖ পল্লির আনাচে-কানাচে ⓘ বিদেশি গ্রন্থে

৮২. "তাতে কত প্রেম, কত গান, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে"— কিসে? (অনুধাবন)
ⓚ পল্লিগানে ⓛ ছড়ায়
ⓖ খনার বচনে ⓘ প্রবচনে

৮৩. বাংলা সাহিত্যের কয় আনা শহুরে সাহিত্য? (জ্ঞান)
ⓚ পনেরো আনা ⓛ বারো আনা
ⓖ চার আনা ⓘ এক আনা

৮৪. রাজ-রাজড়ার কথা কোন সাহিত্যের প্রতীক? (অনুধাবন)
ⓚ নাগরিক সাহিত্যের ⓛ লোকসাহিত্যের
ⓖ পল্লিসাহিত্যের ⓘ গ্রামীণ সাহিত্যের

৮৫. "সে সাহিত্যে আছে রাজ-রাজড়ার কথা, বাবু-বিবির কথা, মোটরগাড়ির কথা, বিজলি বাতির কথা, সিনেমা থিয়েটারের কথা, চায়ের বাটিতে ফুঁ দেবার কথা।"— কোন সাহিত্যে এসব কথা আছে? (অনুধাবন)
ⓚ প্রাচীন সাহিত্যে ⓛ নাগরিক সাহিত্যে
ⓖ উপকথায় ⓘ পল্লিসাহিত্যে

৮৬. পল্লিসাহিত্যের সঙ্গে প্রাবন্ধিক নাগরিক সাহিত্যের তুলনামূলক বক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ রাজরাজড়ার কথা ⓛ প্রবন্ধের আঙ্গিক গঠন
ⓖ ছড়া ও গৎ ⓘ ভাষা বিন্যাস

৮৭. "একবার 'এবার ফিরাও মোরে' বলে আবার পুরনো পথে নাগরিক সাহিত্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।"— কে? (অনুধাবন)
ⓚ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ⓛ পল্লিকবি জসীমউদ্দীন
ⓖ কাজী নজরুল ইসলাম ⓘ ফররুখ আহমদ

৮৮. "আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়াবাংলা ঘর তুলতে।" — এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক কোনটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বিদেশি সাহিত্যকে ⓛ পল্লিসাহিত্যকে
ⓖ শহুরে সাহিত্যকে ⓘ পল্লি ও শহুরে উভয় সাহিত্যকে

উত্তরের শুদ্ধতা/ নির্ভুলতা যাচাই করো

৬১	ⓛ	৬২	ⓛ	৬৩	ⓘ	৬৪	ⓛ	৬৫	ⓛ	৬৬	ⓖ	৬৭	ⓚ	৬৮	ⓖ	৬৯	ⓚ	৭০	ⓚ	৭১	ⓚ	৭২	ⓛ	৭৩	ⓘ	৭৪	ⓛ
৭৫	ⓚ	৭৬	ⓚ	৭৭	ⓚ	৭৮	ⓘ	৭৯	ⓚ	৮০	ⓚ	৮১	ⓖ	৮২	ⓚ	৮৩	ⓚ	৮৪	ⓚ	৮৫	ⓛ	৮৬	ⓚ	৮৭	ⓚ	৮৮	ⓘ

www.abswer.com

www.abswer.com

৮৯. ইউরোপ-আমেরিকার মতো আমাদের দেশেও অনাগতকালে কোন সাহিত্য আদরের আসন পাবে? (জ্ঞান)
ক পল্লিসাহিত্য খ শহুরে সাহিত্য
গ নাগরিক সাহিত্য ঘ প্রলেতারিয়েত সাহিত্য

৯০. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লির উপকথাগুলোতে লেখক কোন আবেদনকে প্রাধান্য দিয়েছেন? (জ্ঞান)
ক সাহিত্য আবেদন খ সর্বজনীন আবেদন
গ সাংস্কৃতিক আবেদন ঘ শৈল্পিক আবেদন

৯১. পল্লিসাহিত্যে পল্লিজননীর হিন্দু-মুসলমানদের অধিকার বণ্টন লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সমান অধিকার খ অধিকার সমান নয়
গ আংশিক অধিকার ঘ অসম অধিকার

৯২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে পল্লিসাহিত্যের এখনও সমাদর করে কারা? (জ্ঞান)
ক শহুরে লোকেরা খ পাড়াগাঁয়ের লোকেরা
গ অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঘ পণ্ডিত ব্যক্তিরা

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৫২

৯৩. 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেছেন? (জ্ঞান)
ক কবি জসীমউদ্দীন খ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঘ চন্দ্রকুমার দে

৯৪. 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেন? (জ্ঞান)
ক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন খ চন্দ্রকুমার দে
গ রোমাঁ রোলাঁ ঘ পাবলো নেরুদা

৯৫. রোমাঁ-রোলাঁর পরিচয় হিসেবে কোন তথ্যটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
ক ইতালির কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক
খ ফরাসি দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক
গ ফরাসি দেশের কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক
ঘ ফরাসি দেশের বিখ্যাত প্রকৌশলবিদ

৯৬. রোমাঁ রোলাঁ কত খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? (জ্ঞান)
ক ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে খ ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে

৯৭. 'জাঁ ক্রিস্তফ' গ্রন্থের রচয়িতার নাম কী? (জ্ঞান)
ক রোমাঁ রোলাঁ খ শেক্সপিয়র
গ বায়রন ঘ মিল্টন

৯৮. ১৯১৫ সালে সাহিত্যে কে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? (জ্ঞান)
ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ পাবলো নেরুদা
গ এস পার্ল বাক ঘ রোমাঁ রোলাঁ

৯৯. মনসুর বয়াতি কে? (জ্ঞান)
ক 'দেওয়ানা মদিনা' পালার কবি খ একজন কণ্ঠশিল্পী
গ একজন সুরস্রষ্টা ঘ একজন গীতিকার

১০০. মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান কোনটি? (জ্ঞান)
ক প্রত্নতত্ত্ব খ নৃতত্ত্ব গ ভূতত্ত্ব ঘ প্রাণিতত্ত্ব

১০১. মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত নিচের কোন তথ্যটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
ক প্রত্নতত্ত্ব খ নৃতত্ত্ব গ ধ্বনিতত্ত্ব ঘ রূপতত্ত্ব

১০২. "নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা" — এটি কী? (জ্ঞান)
ক প্রবাদ বাক্য খ ডাক গ গৎ ঘ খনার বচন

১০৩. 'খনা' কে? (জ্ঞান)
ক নেত্রী খ জ্যোতিষী গ মহীয়সী ঘ কবি

১০৪. 'প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা'— কী? (প্রয়োগ)
ক নৃতত্ত্ব খ ভূয়োদর্শন গ প্রত্নতত্ত্ব ঘ প্রবাদবাক্য

১০৫. 'ফক্কিকার' বলতে কী বোঝায়? (জ্ঞান)
ক ফাঁকিবাজি খ ফন্দিফিকির গ ফরমান ঘ ফরিয়াদ

পাঠ পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৫৩

১০৬. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক মূলবক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক প্রবন্ধের আঙ্গিক গঠন খ পল্লিসাহিত্যের যথার্থ উপকরণ
গ উপমা ও রূপক ঘ ভাষার প্রয়োগ

১০৭. লেখক কেন পল্লিসাহিত্য সংগ্রহকে জরুরি মনে করেন? (অনুধাবন)
ক জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য
খ জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার জন্য
গ বিদেশি সংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করার জন্য
ঘ শহুরে সাহিত্যের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য

১০৮. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক কী আবেদন জানিয়েছেন? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক পল্লিসাহিত্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা
খ পল্লিজীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা
গ পল্লিসাহিত্যকে শিশু-কিশোরদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা
ঘ আধুনিক সাহিত্যের প্রসার রোধ করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৯. পল্লিসাহিত্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজন— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পাঠ্যসূচিতে পল্লিসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করা
ii. চাষাদের ভদ্র সমাজের উপযোগী করে তোলা
iii. পল্লিসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১০. "দেশের আলো-বাতাসের মতো সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি।" এ সম্পত্তির প্রমাণ দিয়েছেন লেখক কোন বিষয়টি উল্লেখের মাধ্যমে? (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রূপকথা, দেওয়ানা মদিনা, ছড়া
ii. রূপকথা, পল্লিগাথা, ছড়া
iii. পল্লিগাথা, প্রবাদ, জারি গান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১১. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে নিম্নলিখিত স্থান ও দেশের নাম পাওয়া যায়— (অনুধাবন)
i. লিথোনিয়া, সুমাত্রা, জাভা
ii. সিংহল, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া
iii. সুমাত্রা, ওয়েলস, জাভা
কোন নামের গুচ্ছটি এশিয়া মহাদেশের?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১২. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে নিম্নলিখিত শব্দগুলো পাওয়া যায়— (অনুধাবন)
i. গায়ক, বাদক, নর্তক
ii. আধুনিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক
iii. পাড়াগাঁ, জোড়বাংলা, ভূয়োদর্শন
উপরের শব্দগুচ্ছের আলোকে নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৩. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে আমরা যেসব পাখির নাম পাই— (অনুধাবন)
i. দোয়েল, কোকিল
ii. কোকিল, পাপিয়া
iii. ময়না, টিয়া
নিচের কোন গুচ্ছটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৪. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে আমরা আরব্য উপন্যাসের উপকরণ পাই— (অনুধাবন)
i. আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু
ii. পক্ষিরাজ, রাক্ষসপুরী
iii. আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৫. নিচে কতিপয় গানের কথা বলা হলো— (অনুধাবন)
i. জারি গান, সারি গান, ভাটিয়ালি গান
ii. রাখালি গান, মারফতি গান
iii. পপ গান, আধুনিক গান
কোন গানের গুচ্ছ পল্লিসাহিত্যের অমূল্য রত্নবিশেষ?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/নির্ভুলতা যাচাই করো

৮৯	ঘ	৯০	খ	৯১	ক	৯২	খ	৯৩	ঘ	৯৪	খ	৯৫	গ	৯৬	খ	৯৭	ক	৯৮	ঘ	৯৯	ক	১০০	খ	১০১	খ	১০২	ক
১০৩	খ	১০৪	খ	১০৫	ক	১০৬	খ	১০৭	খ	১০৮	ক	১০৯	গ	১১০	ক	১১১	ঘ	১১২	ঘ	১১৩	ক	১১৪	খ	১১৫	ক		

www.abswer.com

www.abswer.com

১১৬. মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চাওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে— (অনুধাবন)
i. নাগরিক সাহিত্যকে পরিত্যাগ
ii. পল্লিসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ
iii. লোকসাহিত্যের মূল্যায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

১১৭. কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই? পল্লিসাহিত্য সংগ্রহের কাজে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ হতাশা দূর হতে পারেন—(উচ্চতর দক্ষতা)
i. পল্লিসাহিত্য সভার আয়োজন করে
ii. ফোকলোর সোসাইটি স্থাপন করে
iii. জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও ii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১৮ ও ১১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রানা কিছুতেই ঘুমোবে না। মা বললেন, "এসো তোমাকে রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা আর পঙ্খিরাজ ঘোড়ার গল্প বলব।" রানা বলল, "আমি ওসব শুনব না।" "ঘুমপাড়ানি গান শোনাব এসো।" "ওসব পচা, আমি শুনব না।" রানা টিভি ছেড়ে কার্টুন ছবি দেখতে বসল। মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বগত বললেন, "হায়, আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব দিনকে দিন আমাদের অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধের সকল শিকড় ছিঁড়ে দিচ্ছে।"

১১৮. উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে লোকসাহিত্যের — (অনুধাবন)
ⓚ গুরুত্ব ⓚ মর্যাদা
ⓖ আন্তরিকতা ⓖ পক্ষপাতিত্ব

১১৯. 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আধুনিক প্রযুক্তির প্রাদুর্ভাব
ii. অস্তিত্ব হারানোর যন্ত্রণা
iii. আধুনিক সভ্যতার অবস্থা
কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইমনের মা অফিস ছুটির পর বাসায় এসে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ইমনকে পড়াতে বসাল। কিন্তু ইমনের পড়তে মোটেই ভালো লাগছিল না। সে মায়ের কাছে গল্প শুনতে বায়না ধরল। মা তাকে শেকসপিয়রের গল্পের অনুবাদ শোনাল।

১২০. উদ্দীপকটিতে প্রকাশ পেয়েছে লোকসাহিত্যের প্রতি এখনকার শিক্ষিত জননীদের— (অনুধাবন)
ⓚ আন্তরিকতা ⓚ অবহেলা
ⓖ পক্ষপাতিত্ব ⓖ মর্যাদা প্রদান

১২১. এই অবহেলার জন্য যে বিষয়টি দায়ী— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আধুনিক শিক্ষার প্রভাব
ii. আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব
iii. শিক্ষিত জননীর চিন্তা-চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২২ ও ১২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে ৬৪ জেলায় লোকজ সংস্কৃতি বিকাশ শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে ফিল্ডওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত কর্মসূচি যেন সফলভাবে সম্পাদিত হয় সেটিই সবার প্রত্যাশা।

১২২. বাংলা একাডেমির উদ্যোগটি তোমার পঠিত কোনটির প্রধান বিষয়? (অনুধাবন)
ⓚ দুই মুসাফির ⓚ পল্লিসাহিত্য
ⓖ বই পড়া ⓖ শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

১২৩. প্রধান বিষয় হওয়ার কারণ— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. লোকসংস্কৃতি বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ
ii. স্বেচ্ছাসেবক দল সৃষ্টি
iii. প্রাবন্ধিকের ইচ্ছার প্রতিফলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২৪ ও ১২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
ইছলদি গ্রামের ছেলেরা নসু বয়াতির গান শুনে আগে ডিসেম্বরে স্কুলের ছুটি কাটাত। মাঝে মাঝে পরীবানু ও কমলা সুন্দরীর পালা গান হতো হাই স্কুল মাঠে। ছেলে-বুড়ো সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনত সেই পালা গান। এখন এ আসর বসলেও চাষাভুষার আয়োজন বলে সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

১২৪. উদ্দীপকটিতে প্রকাশ পেয়েছে পল্লিগানের প্রতি— (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ অবজ্ঞা ⓚ উদাসীনতা ⓖ তাচ্ছিল্য ⓖ ঘৃণা

১২৫. গ্রামবাসীর বয়াতির গান ও পালা গান শুনতে না চাওয়ার কারণ— (অনুধাবন)
i. নিজেদেরকে বেশি শিক্ষিত মনে হওয়া
ii. আধুনিক সংস্কৃতি চর্চায় ব্যস্ততা
iii. লোকসংস্কৃতির প্রতি অবহেলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

উত্তরের শুদ্ধতা/ নির্ভুলতা যাচাই করো

১১৬	ⓚ	১১৭	ⓖ	১১৮	ⓚ	১১৯	ⓖ	১২০	ⓚ	১২১	ⓖ	১২২	ⓚ	১২৩	ⓖ	১২৪	ⓚ	১২৫	ⓚ

PART 04 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল অংশে সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত গুরুত্বসূচক চিহ্ন সংবলিত প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অধ্যায়ের যেকোনো লাইন হতে আসতে পারে বিধায় প্রশ্নসংখ্যা উল্লেখ করে সাজেশন্স প্রদান করলে তা কমনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। এজন্য বহুনির্বাচনি অংশে ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে PART 03 এর প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে অনুশীলন করবে এবং PART 05 এ পরীক্ষা দিবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7☆ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5☆ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3☆ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৪, ১৫	৩, ৪, ৯, ১৩	১, ২, ৫, ১০
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৫	১, ২, ৩, ৮, ১০, ১৮, ২০	৪, ৫, ১৩, ১৬, ১৭, ২৪
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৬	৪, ৮, ৯, ১১, ১৫	৬, ৭, ১২
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 03 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		

www.abswer.com